বাতিল প্রতিরোধ সিরিজ-৩

ঈদের নামাযে ৬ তাকবীর কেন

সংকলনে

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী
লিসান্স : (হাদীস) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা শরীফ।
মুহাদ্দিস : ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা , ঢাকা।

তত্ত্বাবধানে

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (দা:বা:)
মহাপরিচালক : ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।
চেয়ারম্যান : কেন্দ্রীয় দারুল ইফ্তা বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।
চেয়ারম্যান : শরীয়াহ্ কাউন্সিল আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ।

ঈদের নামাযে ৬ তাকবীর কেন

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

প্রকাশনায়
ফক্বীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

{সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত}

প্রকাশকাল :
জুন ২০১২

মূল্য : ৮০ (আশি) টাকা মাত্র

সূচীপত্র

বিষয়ঃ- পৃষ্ঠা

➢হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)-এর বাণী-------
➢আমার দু'টি কথা----------

প্রথম অধ্যায়ঃ

➢ঈদের নামাযের পদ্ধতি ।----------৯
➢৬ তাকবীরে ঈদের নামাযের দলীল ।----------১০
➢সাহাবায়ে কিরামের আমল ।----------২৩
➢সাহাবায়ে কিরামের ইজমা। ----------২৬
➢সাহাবাদের (রা.) উক্তি ও আমল কি দলীল হয় ? ---------৩০
➢সাহাবাগণ আমাদের অনুসরণীয় কেন ?----------৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

➢ঈদের নামায ১২ তাকবীরে পড়ার ভিত্তি নেই----------৪০
➢মতানৈক্যের উৎস কোথায় ?----------৫৮
➢মতানৈক্যের শেষ কোথায় ?----------৬৮
➢১২ তাকবীরের পক্ষে ১৫২ টি হাদীসের গুজব কাণ্ড--------৭১

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)-এর বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দীর্ঘকাল থেকে মুসলিম বিশ্বে চারটি মাযহাব চলে আসছে। এই বিশ্বে দুইতৃতীয়াংশেরও বেশী মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী। আর ভারতবর্ষে ইসলামের সূচনা থেকেই প্রায় সবাই এই মাযহাবের পাক্কা মুকাল্লিদ। মুফতী, কাজী, বিচারক সবই হচ্ছে এই মাযহাব থেকে। নামায, রোযা, ঈদ সবই পালন হচ্ছে এই মাযহাবে বর্ণিত নিয়মনীতি অনুসারে। চলছে তো চলছেই। সুদীর্ঘকাল যাবত এসব বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর মতো উল্লেখযোগ্য কোন মতবাদ ছিল না বললেই চলে।

অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, সাম্প্রতিককালে গজিয়ে ওঠা একটি দল বিভিন্ন এন,জি,ও সংস্থার ছত্রছায়ায় সেবার নামে, অর্থবলে মুসলমানদেরকে দ্বিধা-বিভক্ত করার হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। অবান্তর চেলেঞ্জসমৃদ্ধ বিজ্ঞাপন বই পুস্তক ইত্যাদি বিনা মূল্যে ও স্বল্পমূল্যে বিতরণ করে সরলমনা জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে ।

অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে এদের চরম বাড়াবাড়ির ফলে প্রায়ই সমাজে শান্তি ভঙ্গের উপক্রম হচ্ছে । আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করে যাচ্ছি যে,"ঈদের নামাযে তাকবীর সংখ্যা" শীর্ষক মাসআলাটিকেও

তারা জনগণের মাঝে ধূম্রজাল সৃষ্টির বিরাট হাতিয়ার হিসেবে প্রচার করে যাচ্ছে । ফলে বাস্তব অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য অনেকেই তথ্যভিত্তিক দলীল–প্রমাণ তালাশ করছেন।

কিন্তু বাংলাভাষায় এ সম্পর্কিত তথ্যবহুল বই-পুস্তক যথেষ্ট না থাকার কারণে অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গকে হতাশ হতে হয় । "ঈদের নামাযে ৬ তাকবীর কেন" শীর্ষক বইটি এ অভাব অনেকাংশে পূরণ করতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস। আল্লাহ পাক এ প্রয়াস কবুল ও সফল করুন! আমীন !

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান সাহেব (দা:বা:)
মহাপরিচালক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা

আমার দু'টি কথা

بسم الله الرحمن الرحيم
حامدا و مصليا و مسلما

সমগ্র বিশ্বে চলছে অত্যাচারীর তাণ্ডব। বিজাতীয় ফিরিঙ্গী হানাদারদের বহুমুখী ষড়যন্ত্রের নীল-নকশায় চলছে দেশে দেশে মুসলিম নিধনের প্রতিযোগিতা। সাথে সাথে ফিরিঙ্গী কৃষ্টি-কালচার ও বিজাতীয় কুসংস্কারের কারণে আবদ্ধ আজ সমগ্র মুসলিম জাতি। অপরদিকে এদেরই ষড়যন্ত্রে জেঁকে বসেছে আত্মঘাতী ফিতনার বিষাক্ত আভ্যন্তরীণ আগ্রাসন।

মুসলিম উম্মাহর এ শোচনীয় ক্রান্তিলগ্নে ঈমান ও জাতীয় চেতনায় আত্মত্যাগী হওয়ার প্রয়োজন । প্রয়োজন সব মুসলমানকে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো ঐক্যবদ্ধ হওয়া। ভুলে যাওয়া চাই নিজেদের পাহাড় সমান যাবতীয় মতভেদ । কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলমানরা আজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন । কয়েকটি চিহ্নিত মহল স্বার্থপরতা, অপবাদ-প্রবণতা ও অধুনা মুসলমানদের মাথায় জেঁকে বসা সাম্রাজ্যবাদীদের পূজায় লিপ্ত হওয়ার কারণে তারা বাড়াবাড়ির চরম সীমালংঘন করে চলেছে।

তারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে দাবী করে, অথচ হাদীসের শিক্ষা সভ্যতা-ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও আদব-কায়দা বলতে তাদের মধ্যে কিছুই নেই। বে-আদব ও অশালীন হওয়া এদের নিকট বীর পুরুষ হওয়ার সমতুল্য । প্রতিথযশা ইমামগণ ও যুগশ্রেষ্ঠ অলি-

বুযুর্গদের বিরুদ্ধে বিষোদগার রচনায় তাদের আত্মা কাঁপে না। মুখে বলে তারা সালাফী , অথচ সালফে সালেহীন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দেয়া এবং তাঁদের বিরুদ্ধে অকথ্য অশালীন ভাষা ব্যবহার করা এদের চিরাচরিত অভ্যাস।

ইখতিলাফের বিদ্যায় তো তারা একেবারেই অভিজ্ঞ কিন্তু ধর্মীয় ও সামাজিক শিষ্টাচার তথা সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এবং পূর্ববর্তী ইমামগণের পারস্পরিক হৃদ্যতাপূর্ণ আদর্শ অবলম্বন ও মতবিরোধের ক্ষেত্রে শরীয়তের মৌলিক নীতিমালা বা আদব-কায়দা রক্ষায় তারা সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ও উদাসীন । মুস্তাহাব, মুবাহ ইত্যাদি বিষয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্য সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করাই এদের মূল টার্গেট।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) আর হানাফী মাযহাবের বিরোদ্ধাচরণই তাদের আসল মিশন। তাই আমরা যদি বলি, পাখি আকাশে উড়ে; তারা বলবে, না, পাখি সাগরে থাকে। যদি আমরা বলি মাছ সাগরে থাকে তারা বলবে, না, মাছ আকাশে উড়ে। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন সংস্থার আড়ালে সেবার নামে, অর্থবলে অবান্তর চ্যালেঞ্জসমৃদ্ধ বিজ্ঞাপন ও মনগড়া কাল্পনিক, ভুয়া বই-পুস্তক ছড়িয়ে সরলমনা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও দ্বিধা বিভক্ত করার হীন চক্রান্তে তারা মেতে উঠেছে।

এ পরিসরে ঈদের নামাযের তাকবীর সংখ্যা শীর্ষক কয়েকটি বিজ্ঞাপন ও বই-পুস্তক আমাদের হস্তগত হয়েছে। কয়েকটি বই তো তারা নিজেরাই আমাদের কাছে ডাকযোগে পাঠিয়েছে । অন্যত্রও তারা

এগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে জনমনে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে চলেছে। ফলে বাস্তব অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য অনেকেই তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক দলীল–প্রমাণ তালাশ করছেন।

তবে বাংলাভাষায় এ সম্পর্কিত তথ্যবহুল বই-পুস্তক যথেষ্ট না থাকায় অনুসন্ধিৎসু পাঠকমহলকে হতাশ হতে হয়। তাই সময়ের সল্পতা এবং মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে কলম ধরার অনাগ্রহ থাকা সত্ত্বেও "ঈদের নামাযে ৬ তাকবীর কেন" শীর্ষক কয়েকটি লাইন আপনাদের খেদমতে উপস্থাপনের সুযোগ হয়েছে।

আল্লাহ পাক আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু মুসলিম মিল্লাতের পাথেয় হিসেবে কবুল করুন !

আমীন !

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم

রফিকুল ইসলাম

প্রথম অধ্যায়:

৬ তাকবীরে ঈদের নামায

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর হবে ৬ টি। যা সহীহ হাদীস , সাহাবাগণের বিশুদ্ধ আমল ও ফতোয়া এবং ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত। এ প্রবন্ধে ঈদের নামায ৬ তাকবীরের পক্ষে কয়েকটি দলীল আলোচনার প্রয়াস পাবো। এর পূর্বে ঈদের নামাযের নিয়ম ও তাকবীর দেয়ার স্থানগুলো জেনে নেয়া জরুরী।

প্রথম রাকা'আত :

যে কোন নামায শুরু করার সময় যে তাকবীর দেয়া হয় তাকে তাকবীরে তাহরীমা বলা হয়। তাই ঈদের নামাযের প্রথম রাকা'আতের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা বলতে হবে। অতপর ঈদের নামাযের অতিরিক্ত ৩টি তাকবীর বলতে হবে। তারপর কেরা'আত শেষ করে রুকুর জন্য তাকবীর বলতে বলতে রুকুতে যাবে। অতএব প্রথম রাকা'আতেই ঈদের নামাযের অতিরিক্ত ৩ তাকবীরসহ মোট ৫টি তাকবীর হবে।

দ্বিতীয় রাকা'আত :

দ্বিতীয় রাকা'আতে কেরা'আত শেষ করত ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলতে হবে। অতঃপর রুকুর জন্য তাকবীর বলতে বলতে রুকুতে যাবে। এ হিসেবে দ্বিতীয় রাকা'আতে মোট তাকবীর হবে ৪টি। বক্ষমান এ পুস্তিকায় দলীল প্রমাণ সহকারে উল্লেখিত তাকবীর সমূহের বিশ্লেষণ পেশ করা হবে। ইনশাআল্লাহ ! ...

৬ তাকবীরে ঈদের নামাযের দলীল

১- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ও নির্দেশ:-

عن القاسم أبى عبد الرحمن قال حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه و سلم يوم عيد فكبر أربعا وأربعا ثم اقبل علينا بوجهه حين انصرف قال لا تنسوا كتكبير الجنائز وأشار بأصابعه وقبض إبهامه.

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবু আব্দুর রহমান কাসেম বলেন, আমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেন, (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদের দিন আমাদেরকে ঈদের নামায পড়ান, এর প্রতি রাকাআতে তিনি চারটি করে তাকবীর প্রদান করেন। নামায শেষে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন: ভুলে যেয়ো না, জানাযার নামাযের তাকবীরের মতো চারটি করে তাকবীর হবে। বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করে অবশিষ্ট ৪টি আঙ্গুল দিয়ে তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেন। (১)

হাদীসটি সহীহ (২) এই হাদীসে চার তাকবীর বলতে প্রথম রাকাআতে কেরাআতের পূর্বে ঈদের নামাযের ৩টি তাকবীর এবং তাকবীরে তাহরীমা মিলে ৪টি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাআতে কেরাআতের পর ঈদের নামাযের ৩টি তাকবীর এবং রুকুতে যাওয়ার তাকবীর মিলে ৪টি

(১) তাহাবী শরীফ : ৪/৩৪৫ হা. নং ১৬৫৯।

(২) এ হাদীসে সব বর্ণনাকারী " ثقة নির্ভরযোগ্য , শুধু ---

তাকবীর হবে। (৩)

টীকা-

ইয়াহ্ইয়া নামক এক বর্ণনাকারীকে ইমাম যাহাবী ও ইবনে হাজার صدوق " " ভালো বলেছেন। এ ধরনের বর্ণনাকারীর হাদীসকে " حسن " হাসান, উত্তম বলা হয়। তবে এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি হাদীস থাকায় এ হাদীসটি পরিভাষাগতভাবে সহীহ্তে পরিণত হবে।

◆ তাই ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন " حديث حسن الإسناد" এ হাদীসের সনদ হাসান (ভালো), যা ১২ তাকবীরের হাদীস অপেক্ষা অনেক উত্তম। (তাহাবী শরীফ: ৪/৩৪৫)

☞... আল্লামা ইউসুফ বিননুরী (রহ.) লিখেন এ হাদীসটি সনদের ক্ষেত্রে অনেক শক্তিশালী । কারণ এর সব বর্ণনাকারীই হাদীস বিশারদগণের পরিভাষায় নির্ভরযোগ্য। এ ছাড়া বিষয় বস্তুও অনেক অর্থ বহুল ও ব্যাপক। কারণ এতে রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমল করে শিখিয়েছেন, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন, আর আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে আরো সুস্পষ্টভাবে তা উম্মতের জন্য উপস্থাপন করেছেন।- (মাআরিফুস-সুনান:৪/৪৪০)

(৩) চার তাকবীরের ব্যাখ্যা ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে । দেখুন এ প্রবন্ধের পৃ.১৭ ও ২৩।

প্রিয় পাঠক ! আশা করি উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন যে, ঈদের নামাযের দু'রাকাআতে অতিরিক্ত তাকবীর হলো ৩টি করে মোট ৬টি। তাই বলা হয় ৬ তাকবীরে ঈদের নামায। এর সাথে প্রথম রাকাআতে তাকবীরে তাহরীমা আর দ্বিতীয় রাকাআতে রুকুর তাকবীর মিলিয়ে প্রতি রাকাআতে তাকবীর হবে ৪টি করে। দু' রাকাআতে হবে ৮টি তাকবীর। তাই বলা হয় ঈদের নামায জানাযার নামাযের মতো ৪ তাকবীরে। আবার কখনো বলা হয় ৮তাকবীরে। এবার এর সাথে প্রথম রাকাআতে রুকুতে যাওয়ার তাকবীর যোগ করা হলে প্রথম রাকাআতে তাকবীর হবে ৫টি এবং দু'রাকাআতে মোট তাকবীর সংখ্যা হবে ৯টি। এই হিসেবে হাদীসে ঈদের নামায কখনো জানাযার নামাযের মতো ৪ তাকবীরে, কখনো ৮ তাকবীরে, আবার কখানো উল্লেখ হয়েছে ৯ তাকবীরে।

এ সবই ব্যাখ্যাগত ব্যবধান মাত্র। বস্তুত কোন বিরোধ নেই। যা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ও অন্যান্য সাহাবাগণ থেকে বর্ণিত ঈদের নামাযের পদ্ধতির আলোকে আরো সুস্পষ্ট হয়। অবিলম্বে এ প্রবন্ধে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা হবে ।

২- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাগণের (রা.) আমল :-

عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لأَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِىَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُكَبِّرُ فِى الأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ.

فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِى الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ.
و فى رواية ابن أبى شيبة زيادة: فما نسيت قوله ؛ أربعا كالتكبير على الجنازة.

হযরত সাঈদ ইবনুল আস্ সাহাবী হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) ও হুযাইফা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর নামাযে কয় তাকবীর দিতেন ? উত্তরে তিনি বলেন, জানাযার নামাযের তাকবীরের সমসংখ্যক (চার) তাকবীর দিতেন। তখন হুযাইফা(রা.) বলেন, ঠিক বলেছেন। আবু মূসা (রা.) আরো বলেন, আমি যখন বসরায় গভর্ণর হিসেবে ছিলাম, ঈদের নামাযে এভাবে চার তাকবীর দিতাম । আবু আয়েশা বলেন, এ ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী, সাঈদ ইবনে আসের সঙ্গে আমিও ছিলাম ।

ইবনে আবী শাইবার বর্ণনায় উল্লেখ আছে, ঈদের নামাযে জানাযার নামাযের মতো চার তাকবীর হবে, বাক্যটি আমি আজও ভুলিনি। (৪)

(৪) আবু দাউদ শরীফ :১/৬৮২ হা. নং ১১৫৩।
মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- ১/৪৯৪ হা. নং ৫৬৯৪।
তাহাবী শরীফ ৪/৩৪৬/ হা. নং ১৬৬১।
মুসনাদে আহমদ- ৪/৪১৬ হা. নং ১৯৭৩৪।

নির্ভরযোগ্য ইমামদের মতানুসারে হাদীসটি হাসান-গ্রহণযোগ্য ও উত্তম হাদীস (৫)

(৫) আল্লামা নিমভী, আসারুস-সুনানে পৃ.নং ২৫৯ এবং ইমাম আহমদ যাইন মুসনাদে আহমাদ এর ব্যাখ্যায় লিখেন, إسناده حسن এই হাদীসের সনদ হাসান। ইমাম বাগাভী (রহ.) তার লিখিত কিতাব "মাসাবিহুস-সুন্নায় " এই হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন : ১/৪৮৬। ইমাম আবু দাউদ ও মুনযিরি এই হাদীসে কোন মন্তব্য করেননি, তাই এতে তাদের কোন আপত্তি নেই বলে বুঝা যায়। বস্তুত এই হাদীসের সব বর্ণনাকারী ثقة নির্ভরযোগ্য। শুধু একজন ব্যক্তি আবু আয়েশা, যার ব্যাপারে কারো কারো আপত্তি আছে । কিন্তু ইবনে হাজার তাকে مقبول গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি বলে উল্লেখ বরেছেন। এ হিসেবে হাদীসটিও নির্দ্বিধায় গ্রহনযোগ্য হওয়ার কথা। তবে অভিযোগ করার ইচ্ছা থাকলে অভিযোগের শেষ নেই । এ হাদীসের ব্যাপারেও কিছু অভিযোগ পেশ করা হয়েছে। নিম্নে এর বাস্তবতা তুলে ধরা হল ।

সংশয়:১

উল্লেখিত হাদীসের সনদে আবু আয়েশা নামক এক বর্ণনা কারীকে কেউ কেউ مجهول অপরিচিত বলেছেন। যা হাদীস গ্রহনের ক্ষেত্রে কিছু দুর্বলতা বুঝা যায়।

সমাধান ☞...

হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় মজহুল বা অপরিচিত তাকেই বলে যার থেকে কম পক্ষে ২জন বর্ণনাকারী নেই এবং তাকে কেউ প্রত্যয়নও করেনি। অথচ আবু আয়েশা থেকে দুই জন যথা:– মাকহুল ও খালেদ বিন মাদান বর্ণনাকারী যেমন আছে ইবনে হাজার আসক্বালানী তাকে মাকবুল বা গ্রহণযোগ্য বলে প্রত্যয়ন করেছেন । (তাকরীব- পৃ. ৬৫৪ জীবনী ৮২০২) অতএব তাকে অপরিচিত বলা নিছক বাড়াবাড়ি অথবা অজ্ঞতা বৈ আর কিছুই নয়।

টীকা-

সংশয় : ২-

এ হাদীসে আ.রহমান বিন সাবেত নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, যাকে কেউ কেউ দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন । এমনকি তার কারণেই ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের কোন সহীহ্ হাদীস নেই বলে মন্তব্য করে বসেছে ।

সমাধান ☞...

ন্যায়পরায়ণ ইমামগণ আ.রহমানকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন । শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ ইমাম ইবনে মঈন বলেন ليس به بأسٌ তার মধ্যে কোন সমস্যাই নেই। তাই ইমাম ইবনে মঈনের সুদক্ষ মন্তব্যের বিপরীতে কারো পক্ষপাতদুষ্ট অভিযোগের কোন মূল্য নেই।

সংশয় : ৩-

আবু মূসা (রা.) উপরোক্ত হাদীসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। অন্যত্র তিনি বলেন, এ হাদীসটি ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন। তাই ইমাম দারাকুতনী বলেন, মূলত হাদীসটি আবু মূসা (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণ করেছেন কি না সন্দেহের সৃষ্টি করে দেয়।

সমাধান ☞...

(ক) ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তাঁর সুনানে আবু দাউদে উল্লেখ করেছেন। এর সনদের ক্ষেত্রে কোন আপত্তি করেননি। যদি এ ধরনের কোন আপত্তি থাকতো তাহলে তিনি অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন।

(খ) বর্ণনা দু'টির বিষয় বস্তু যদিও এক কিন্তু শাব্দিকভাবে কিছুটা ব্যবধান রয়েছে। এতে বুঝা যায় ঘটনা দুই বর্ণনায় একটি নয় বরং দুইটি। এক বর্ণনায় তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের বর্ণনা দিচ্ছিলেন যা তিনি সরাসরি পেয়েছিলেন এবং অপর বর্ণনায় ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ঘটনাই বর্ণনা দিচ্ছিলেন। উসূলে হাদীস সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তাদের এ বিষয়ে সংশয় থাকার কথা নয়।

টীকা-

সংশয় :৪–

ইমাম ইবনে হযম স্বীয় কিতাব 'মুহাল্লা' এর ৩য় খণ্ড ২৯৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন , হানাফীদের মত হলো ঈদের নামাযের প্রতি রাকাআতে অতিরিক্ত তাকবীর হবে ৩টি আর এ হাদীসে বলা হয়েছে ৪টি। তাই এ হাদীসে তো তাদের দলীল নেই। আর এ হাদীসে তো এমন কোন ব্যাখ্যা নেই যে, বলা যাবে প্রথম রাকাআতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত ৩ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাআতে রুকুতে যাওয়ার তাকবীর ব্যতীত ৩ তাকবীর। তাই হাদীসে নেই এমন সংখ্যা বা ৬ তাকবীরে ঈদের নামায বলার অবকাশ কোথায় ?

সমাধান ☞...

উল্লেখিত হাদীসে তা বর্ণিত না হলেও 'মুসান্নাফে আ.রাজ্জাক' ৩য় খণ্ডে ২৯৩ পৃষ্ঠার ৫৬৮৫ নং হাদীসে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আছে, প্রথম রাকাআতে তাকবীরে তাহরীমা, অতিরিক্ত ৩ তাকবীর ও রুকুর তাকবীর সহ ৫ তাকবীর হবে এবং দ্বিতীয় রাকাআতে অতিরিক্ত ৩ তাকবীর ও রুকুর তাকবীর সহ ৪ তাকবীর হবে। এছাড়া ইবনে মাসউদ (রা.) নিজেই ৪ তাকবীরের ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। যা সহীহ্ সনদে তার থেকে বর্ণিত হয়েছে । দেখুন এ প্রবন্ধেরই সামনের পৃষ্ঠায়।

সংশয় :৫-

ইবনে মাসউদ (রা.), আবু মূসা (রা.) ও হুযাইফা (রা.) থেকে তাকবীর বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের উক্তি রয়েছে যা পরস্পর বিরোধপূর্ণ ।

সমাধান ☞...

হানাফী মাযহাবের দলীল আলোচনার শুরুতে আমরা একটি ভূমিকা পেশ করেছি। অনুগ্রহপূর্বক একবার পড়ে নিলে আশা করি আর কোন বিরোধ থাকবে না ।

৩- হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস।

عن علقمة و الأسود أن ابن مسعود- رضى الله عنه "كان يكبر فى العيدين تسعاً أربع قبل القراءة ثم يكبر فيركع ، وفى الثانية يقرء فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع "

হযরত আলকামা ও আসওয়াদ বর্ণনা করেন : সাহাবী হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) উভয় ঈদের নামাযে ৯টি করে তাকবীর দিতেন। প্রথম রাকাআতে কেরাআত পড়ার পূর্বে তাকবীরে তাহরীমা ও ঈদের তাকবীর মিলে ৪টি তাকবীর । অতঃপর রুকুর জন্য তাকবীর বলে রুকুতে যেতেন। আর দ্বিতীয় রাকাআতে কেরাআত শেষ করে ঈদের ৩ তাকবীর ও রুকুর একটি তাকবীর মিলে ৪টি তাকবীর দিতেন। (৬)

উপরোক্ত হাদীসের সব বর্ণনাকারী ثقة নির্ভরযোগ্য । তাই হাদীসটি সহীহ্ বা বিশুদ্ধ। (৭)

(৬) মুসান্নাফে আব্দুর-রাজ্জাক : ৩/২৯৩ হা. নং ৫৬৮৬। তাবরানী -কাবীর : ৯/৩৫২/ হা. নং ৯৫১৭।

(৭) এই হাদীসের সনদে আলকামা ও আসওয়াদ থেকে বর্ণনাকারী হলেন 'আবু ইসহাক সাবেয়ী', তাকে হাদীসশাস্ত্রের পরিভাষায় " مدلس " মুদাল্লিস বলা হয়। এ ধরনের বর্ণনাকারী তার উস্তাদ থেকে শুনেছে বলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলে হাদীস শুনেন নাই বলে বুঝা যাবে। এখানেও এমনটাই হয়েছে। তাই হাদীসটি সহীহ্ হতে পারে না বলে দাবী করেছেন, তুহ্ফাতুল আহওয়াযীর লেখক,আল্লামা মুবারকপুরী। ==

হাদীস জগতের শ্রেষ্ঠতম হাদীসবিশারদ আল্লামা হায়সামী লিখেন "رجاله ثقات" এ হাদীসের সব বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য । (৮) ইমাম নিমভী (রহ.) লিখেন "إسناده صحيح" এই হাদীসের সনদ সহীহ।(৯)

==

সমাধান ☞...

বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ, আল্লামা বারদিজী (রহ.) বলেন : আবু ইসহাক আলকামা থেকে শুনেছে কি না সন্দেহ থাকলেও আসওয়াদ থেকে যে তিনি হাদীস শুনেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। "তাই উপরোক্ত হাদীসটি সহীহ্" - জামিউত তাহসীল ফি আহকামিল মারাসীল- পৃষ্ঠা ৩০০।

(৮) মাজমাউয যাওয়াইদ : ২/২০৫ হা. নং ৩২৪৯।
(৯) আসারুস সুনান : পৃ : ২৬০।

৪-হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুগীরা ইবনে শুবা (রা.)-এর হাদীস।

عن عبد الله بن الحارث شهدت ابنَ عباس كبَّرَ فى صلاة العيدِ بالبصرة تسعَ تكبيراتٍ والى بين القراءتين قال: وشهدت المغيرة بن شعبةَ فعل ذلك أيضاً.

ইবনে হারেস বলেন :- আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বসরায় ঈদের নামায পড়ার সময় ৯টি তাকবীর দিতে দেখেছি। আরো বলেন : আমি সাহাবী মুগীরা ইবনে শুবা (রা.)-কেও এমনই করতে দেখেছি। (১০)

৯টি তাকবীর বলতে ঈদের নামাযের অতিরিক্ত ৬ তাকবীর এবং তাকবীরে তাহরীমার ১তাকবীর ও দু'রাকাআতে রুকুর ২ তাকবীর মিলে মোট ৯টি তাকবীর। যা ইতিপূর্বেও বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাজার (রহ.) লিখেন " إسناده صحيح " 'এই হাদীসের সনদ সহীহ্ বা বিশুদ্ধ' (১১)

৫- বাইআতে রেযওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের হাদীস।

عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَ إِلَى أَرْبَعَةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ فَسَأَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدِ ؟ فَقَالُوا : ثَمَانُ تَكْبِيرَاتٍ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ سِيرِينَ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، وَلَكِنَّهُ أَغْفَلَ تَكْبِيرَةَ فَاتِحَةِ الصَّلاَةِ.

হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে বায়আতে রেযওয়ানে

(১০) মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৩/২৯৫/ হা. নং ৫৬৮৯।

(১১) আদ-দিরায়া : ১/২২০।

অংশগ্রহণকারী চারজন সাহাবীর নিকট প্রেরণ করেন, ঈদের নামাযে তাদের তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্যে । জিজ্ঞাসার পর তাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে উত্তর আসে " ঈদের নামায (রুকুতে যাওয়ার দুই তাকবীরসহ) ৮ তাকবীর হবে। বর্ণনাকারী বলেন: এই বিবরন আমি ইবনে সীরীন (রহ.) কে জানালে তিনি বলেন,"ঠিক বলেছে" (তবে ঈদের নামাযের ৬ তাকবীর এবং রুকুতে যাওয়ার দুই তাকবীর মিলে ৮ তাকবীরই হয়,) কিন্তু এর পূর্বে প্রথম রাকাআতে নামায শুরু করার তাকবীরের কথা এখানে উল্লেখ করেননি । (তাই ৮ তাকবীর বলেছেন , অন্যথায় মোট ৯ তাকবীর হতো।) (১২)

এই হাদীসের সব বর্ণনাকারী " ثقة " নির্ভরযোগ্য । তবে শুধু একজন আবু আয়েশাকে, ইবনে হাজার (রহ.) " مقبول " গ্রহণযোগ্য বলেছেন। তাই হাদীসের মান ন্যূনতম "حسن" হাসান বলে গণ্য হবে। তবে সমঅর্থে অন্যান্য হাদীসের সমন্বয়ে সহীহ্ হাদীস হিসেবে গণ্য হবে। (১৩)

৬-হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)এর অন্য একটি হাদীস ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ عِيدٍ ، فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ ؛ خَمْسًا فِي الأُولَى ، وَأَرْبَعًا فِي الآخِرَةِ ، وَوَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ.

হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারেস বর্ণনা করেন। সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আমাদেরকে একবার ঈদের নামায পড়ান,এতে তিনি মোট ৯টি তাকবীর দেন। প্রথম রাকাআতে (তাকবীরে তাহরীমা ও ঈদের নামাযের ৩টি তাকবীর ও রুকুতে যাওয়ার তাকবীরসহ)

(১২) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা -১/৪৯৪ হাঃ নং ৫৬৯৫।

(১৩) এ বিষয়ে ইতি পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

৫টি তাকবীর। আর দ্বিতীয় রাকাআতে (ঈদের নামাযের ৩ তাকবীর ও রুকুতে যাওয়ার তাকবীর মিলে) ৪টি তাকবীর দেন। (১৪)

আল্লামা আলবানীর মতামত

উপরোক্ত হাদীসটি সম্পর্কে আহলে হাদীস জগতের অন্যতম পুরোধা ইমাম ইবনে হযম (রহ.) এবং আধুনিক আহলে হাদীস জামাতের প্রধান মুখপাত্র আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) বলেন "এই হাদীসটি শ্রেষ্ঠতম সহীহ্ " (১৫)
ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেন...إسناده صحيح
"এই হাদীসের সনদ সহীহ্ " (১৬)

৭-হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস ।

عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الأخيرة مع تكبيرة الصلاة.

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত , সাহাবী হযরত আনাস (রা.) বলেন: ঈদের নামাযে মোট তাকবীর সংখ্যা হলো ৯টি। নামায শুরু এবং রুকুতে যাওয়ার তাকবীরসহ প্রথম রাকাআতে ৫টি এবং দ্বিতীয় রাকাআতে ৪টি। (১৭)

(১৪) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা -১/৪৯৫ হা. নং ৫৭০৭।
(১৫) মুহাল্লা : ৩/২৯৫।
(১৬) আদ-দিরায়া : ১/২২০।
(১৭) ত্বাহাবী শরীফ - ৪/৩৪৮ হা . নং ১৬৭৪।

উপরোক্ত হাদীসের সনদের সব বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য এবং পূর্ণ আস্থাভাজন। তাই হাদীসটি পরিপূর্ণ সহীহ্ ।

৮-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর হাদীস ।

عن ابن جريج أن يوسف بن ماهك أخبرنى أنَّ ابن الزبير كان لا يكبر إلا أربعا فى كل ركعة سواء يكبرهن فى كل ركعتين .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত , তিনি ঈদের নামাযের প্রতি রাকাআতেই ধারাবাহিকভাবে চারটি তাকবীর প্রদান করতেন। (১৮)

এই হাদীসের সব বর্ণনাকারীই ثقة নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। তাই হাদীস সহীহ্ ।

(১৮) মুসান্নাফে আব্দুর-রাজ্জাক - ৩/২৯১ হা. নং ৫৬৭৬।

সাহাবায়ে কিরামের আমল ও তাদের ইজমা

ছয় তাকবীরে ঈদের নামাযের পক্ষে বেশ কয়েকজন শীর্ষ পর্যায়ের সাহাবায়ে কিরামের উক্তি ও আমল অত্যন্ত সহীহ (বিশুদ্ধ) সনদে, বিস্তারিত ভাবে আপনাদের খেদমতে আলোচনা করেছি। এ ব্যাপারে আরো সাহাবায়ে কিরামের উক্তি ও আমল রয়েছে, সবগুলো উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করি না। তবে ইতিপূর্বে কিছু কিছু হাদীসে ঈদের নামাযে জানাযার নামাযের মতো চার তাকবীর হবে বলে উল্লেখিত হয়েছে। এর ব্যাখ্যাও আমরা একাধিক বার উপস্থাপন করেছি। বলা বাহুল্য, উক্ত বিষয়টি কয়েকজন সাহাবী (রা.) থেকেও ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিশুদ্ধ সনদে সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। বিশেষ করে ইবনে মাসউদ (রা.) অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের সামনে এর ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন এবং ছয় তাকবীরে ঈদের নামাযের পদ্ধতি তাদেরকে শিখিয়েছেন। নিম্নে এর বিবরণ তুলে ধরা হলো -

عن كردوس قال أرسل الوليد إلى عبد الله بن مسعود و حذيفة وأبي مسعود و أبي موسى الأشعري بعد العتمة فقال : إن هذا عيد المسلمين فكيف الصلاة ؟ فقالوا : سل أبا عبدالرحمن فسأله فقال : يقوم فيكبر أربعا ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ثم يكبر ويركع فتلك خمس ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ثم يكبر أربعا يركع في آخرهن فتلك تسع في العيدين فما أنكره و احد منهم

"কারদুস (র.) বলেন, গভর্নর ওয়ালীদ (রহ.) একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত হুযাইফা, হযরত আবু মাসউদ এবং আবু মূসা আশয়ারী (রা.) এর নিকট এশার নামাযের পর এ কথা জিজ্ঞেস করার জন্য দূত প্রেরণ করেন যে, মুসলিম জাতির ঈদ আসন্ন। এই ঈদের নামাযের নিয়ম পদ্ধতি কেমন হবে? উপস্থিত সব সাহাবীগণ দূতকে বললেন, তুমি এ বিষয়ে আবু আব্দুর-রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কে জিজ্ঞেস করো । লোকটি ইবনে মাসউদ (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, নামাযে দাঁড়াবে, অতঃপর চারটি তাকবীর প্রদান করবে । (এর প্রথমটি হবে তাকবীরে তাহরীমা বা নামায শুরু করার তাকবীর) এরপর সূরায়ে ফাতেহা ও অপর একটি সূরা পড়বে । তারপর রুকুর তাকবীর দিয়ে রুকু করবে ।এই হলো প্রথম রাকআতের পাঁচ তাকবীর । অতঃপর দাঁড়াবে, এরপর সূরায়ে ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে । অতঃপর চার তাকবীর দিবে, এই চার তাকবীরের শেষ তাকবীরের সময় রুকু করবে । এই হলো দুই রাকআতে সর্বমোট -৯ তাকবীর যা উভয় ঈদের নামাযে হবে। উপস্থিত সাহাবীগণের কেউই দ্বিমত ব্যক্ত করেননি" । (১৯)

এই বর্ণনাটি তাবরানী শরীফ ও মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে রয়েছে।এর সনদ সম্পর্কে প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ আল্লামা হায়সামী (রহ.) তার প্রসিদ্ধ কিতাব মাজমাউয-যাওয়াইদে লিখেন " **رجاله موثقون**" এর বর্ণনাকারীগণ সত্যায়িত ও সূত্র বিশুদ্ধ । (২০) অবশ্য ইমাম নিমভী (রাহ.) বলেছেন এর সনদ হাসান (উত্তম) পর্যায়ের এবং এর-সমার্থবোধক অনেকগুলো বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। অতএব হাদীসটি সহীহ্ রূপে গণ্য হবে।

(১৯) তাবরানী মুজামুল কাবীর -৯/৩৫১হা. ৯৫১৪ ।
মুসান্নাফে ইবনে আবীশাইবা- ১/৪৯৪হা. ৫৭০৪ ।
(২০) মাজমাউয-যাওয়াইদ – ২/২০৫ হা. নং ৩২৪৭।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে ঈদের নামাযের যে পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে ঠিক একই নিয়ম অত্যন্ত সহীহ সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত আনাস (রা.) এবং হযরত মুগীরা বিন শুবা থেকেও বর্ণিত হয়েছে (২১) এ ছাড়া আরো কয়েকজন সাহাবী থেকে কিছু দুর্বল সনদে এই নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। (২২)

বি. দ্র.

উপরোক্ত হাদীসে কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এর মধ্যে খুবই গুরত্বপূর্ণ দুটি বিষয় নিম্নে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

(ক) উপরোক্ত বর্ণনার শেষ বাক্যটি হলো-" فما أنكر ه واحد منهم " সাহাবীগণের কেউই বর্ণিত পদ্ধতিতে দ্বিমত করেননি।

উল্লেখ্য যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) যখন ৬ তাকবীরে ঈদের নামায শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন হযরত হুযাইফা (রা.) হযরত আবু মাসউদ (রা.) এবং হযরত আবু মুসা আশ্'আরী (রা.) উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এতে তাদের কেউ কোন ধরনের দ্বিমত ব্যক্ত করেন নাই বলে বর্ণনায় উল্লেখ আছে। এতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে ঈদের নামাযের বর্ণিত পদ্ধতিতে তারা সবাই একমত ছিলেন বা এ বিষয়ে তাদের ইজমা ছিল।

(খ) ৬ তাকবীরে ঈদের নামাযের প্রতিপক্ষ ভাইয়েরা তাদের কোন কোন বইয়ে লিখেছেন যে হাদীসে তো ৯ তাকবীরের পদ্ধতি উল্লেখ আছে, তাই ৬ তাকবীরের হাদীস কোথায় ?

(২১-২২) দেখুন, মুসান্নাফে আ. রাজ্জাক- ৩/২৯৪-২৯৫ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- ১/৪৯৩-৪৯৬। তাহাবী শরীফ- ৪/৩৪৫-৩৪৮।

আশা করি ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে তাদের এ গোলক ধাঁধারও অপনোদন হয়েছে। বুঝতে পেরেছে তারা ৬ তাকবীর ও ৯ তাকবীরের অর্থ কী ? বস্তুত নামায শুরু করার ১টি তাকবীর, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ৬ তাকবীর এবং দুই রাকা'আতে রুকুর ২ তাকবীর মিলে সর্বমোট ৯ তাকবীর হয়।

আর নামায শুরু করার ১টি তাকবীর ব্যতীত হিসাব করলে ৮ তাকবীর হয় (প্রতি রাকা'আতে জানাযার মতো ৪ তাকবীর হয়) এভাবে নামায শুরুর তাকবীর ১টি ও রুকুর ২টি ব্যতীত হিসাব করলে ঈদের অতিরিক্ত তকবীর হয় ৬টি। তাই সমষ্টিগত হিসাবে কোন কোন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে তাকবীর ৯টি। আবার নামায শুরুর তাকবীর হিসাব না করে বলা হয়েছে মোট ৮টি বা প্রতি রাকা'আতে ৪টি।

ইজমায়ে সাহাবা

ইসলামী শরীয়তের অন্যতম একটি দলীল হলো ইজমা এবং শরীয়তের কোন বিষয়ে উম্মতের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত। (২৩) আর কোন বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের (রা.) ইজমা আরো শক্তিশালী দলীল হিসেবে গণ্য হয়। ৬ তাকবীরে ঈদের নামায, এ বিষয়ে অত্যন্ত সহীহ সনদে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) হাদীসের কিতাবে সংরক্ষিত আছে। নিম্নে একটি বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো-

عن إبراهيم النخعى قال :قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم والناس مختلفون في التكبير على الجنائز لا تشاء أن تسمع رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر سبعا وآخر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر خمسا

(২৩) এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন , "মাযহাব মানি কেন"

وآخر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر أربعا الا سمعته فاختلفوا في ذلك فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر رضي الله عنه فلما ولى عمر رضي الله عنه ورأى اختلاف الناس في ذلك شق ذلك عليه جدا فأرسل الى رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إنكم معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه فانظروا أمرا تجتمعون عليه فكأنما أيقظهم فقالوا نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين فأشر علينا فقال عمر رضي الله عنه بل أشيروا أنتم على فإنما أنا بشر مثلكم فتراجعوا الأمر بينهم فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات فأجمع أمرهم على ذلك

"হযরত ইব্রাহীম (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর জানাযার নামাযের তাকবীর সংখ্যা নিয়ে সাহাবাগণের (রা.) মধ্যে মতভেদ ছিল। কেউ বলতেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ৭ তাকবীর দিতে শুনেছি, কেউ বললেন, ৫ তাকবীর দিতে শুনেছি , আর কেউ বললেন ৪ তাকবীর দিতে শুনেছি। হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তাদের মধ্যে এ মতানৈক্য চলতে থাকে।

হযরত ওমর (রা.) খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর এ পরিস্থিতি দেখে তিনি ব্যথিত হন। তাই একজন বাহক মাধ্যমে সবাইকে একত্র করে বলেন, আপনারা আর কতকাল মতানৈক্য করবেন ? আপনারা যে সব বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হবেন পরবর্তীরাও এতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাবে। অতএব সবাই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোন উপায় আপনারা খোঁজেন।

বলাবাহুল্য, ওমর (রা.) এ বক্তব্যের মাধ্যমে সাহাবাগণকে জাগ্রত করে তুলেন। তাই তারা সবাই বলেন, হে আমীরুল মু'মেনীন নির্দেশ করুন।

হযরত ওমর (রা.) বললেন; বরং আপনারা নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করুন। আমিও তো আপনাদের মতোই একজন মানুষ।

অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম পরস্পর মতবিনিময় পর্যালোচনার মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে একমত হন। আর তা হলো, জানাযার নামাযে চারটি তাকবীর দিতে হবে, যে ভাবে ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরেও ৪ টি তাকবীর দেয়া হয়। তখন এ বিষয়ে তাদের মধ্যে ইজমা (ঐক্যবদ্ধ) সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়"। (২৪)

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, উভয় ঈদের নামাযে প্রত্যেক রাক'আতে রুকুর তাকবীরসহ চারটি করে তাকবীর হওয়া সাহাবাগণের মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ ও চূড়ান্ত মীমাংসিত বিষয় ছিল। তাই জানাযার নামাযের তাকবীরের বিষয়টাকে মীমাংসিত একটি বিষয় তথা ঈদের নামাযের তাকবীরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে জানাযার নামাযেও চার তাকবীর হবে যেভাবে ঈদের নামাযে প্রতি রাক'আতে চারটি তাকবীর হয়। মোটকথা, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে কয়েকটি বিষয় পরিস্ফুটিত হয় , যথা :-

(ক) ঈদের নামাযের প্রতি রাকা'আতে রুকুর তাকবীরসহ চারটি করে তাকবীর হবে। রুকুর তাকবীর ব্যতীত প্রতি রাকা'আতে ৩টি এবং দু'রাকা'আতে হবে ৬টি তাকবীর।

(২৪) তাহাবী শরীফ-১/৪৯৬ হা. নং-২৬১১,উক্ত বর্ণনাটি সহীহ্, এর সব বর্ণনা কারী ইলমে হাদীসের মূলনীতি অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য।

এ বিষয়ে ওমর (রা:) এর যামানায় সমস্ত সাহাবীগণ ঐক্যমত ছিলেন। তাদের মধ্যে এ বিষয়ে ইজমা ছিল। যার আংশিক আলোচনা পূর্বোল্লেখিত ২টি বর্ণনায় উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছি। তাই পরবর্তীতে এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য ব্যক্ত করা সাহাবায়ে কিরামের (রা.) সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণেরই নামান্তর। কেননা ইজমা শরীয়তের একটি গ্রহণযোগ্য দলীল। আর সাহাবাগণের ইজমা তো আরো শক্তিশালী দলীল। (২৫)

(খ) ঈদের নামাযের তাকবীর বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম থেকে ৬ তাকবীর ও ১২ তাকবীরের বর্ণনাসহ প্রায় ৮টি মতামত পাওয় যায়। (২৬)

তবে এ অধ্যায়ে উল্লেখিত ২টি বর্ণনার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, উভয় ঈদের নামাযে ৬টি তাকবীর হওয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে ইজমা ও ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত ছিল। এতে করে স্বাভাবিকভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবর্তমানে প্রাথমিক দিকে ঈদের নামাযের তাকবীর সংখ্যা নিয়ে সাহাবাগণের মধ্যে কিছু মতভেদ ছিল। ১২ তাকবীর ও এ ধরনের বিচ্ছিন্ন বর্ণনাগুলো সে সময়কারই। কিন্তু ওমর (রা.)-এর যামানায় ৬ তাকবীর ব্যতীত অন্যান্য পদ্ধতিগুলোকে দুর্বল অথবা রহিত সাব্যস্ত করে শুধু ৬ তাকবীরের পদ্ধতিতে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। এতে বুঝা যায় তাঁরা ১২ তাকবীরের পদ্ধতিটিকে منسوخ (মানসুখ) রহিত বলে গণ্য করেছেন। (২৭) তাই ৬ তাকবীরে ঈদের নামায আদায় করাই শ্রেষ্ঠ এবং গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনার আলোকে সাহাবায়ে কিরামের আমল ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসৃত আদর্শ।

(২৫) নূরুল আনওয়ার পৃ.২২৫-২২৬।
(২৬) নাইলুল আওতার খণ্ড ৩/৩১৬-৩১৭।
(২৭) তাহাবী শরীফ-১/৪৯৬।

সাহাবাগণের (রা.) উক্তি ও আমল কি দলীল হয় ?

রাসূলুল্লাহ সাললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণী ও আমলগুলোকে হাদীস বলা হয়। (২৮) এভাবে সাহাবাগণের উক্তি এবং আমলগুলোকেও মুহাদ্দিসগণ হাদীস হিসেবেই আখ্যায়িত করেন। (২৯) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও আমলগুলো যেভাবে আমাদের জন্য অনুসরণীয়, অনুকরণীয়, তাঁর প্রিয় সাহাবাগণের উক্তি ও আমলগুলোও আমাদের অনুসরণীয় অনুকরণীয়। তাঁদের অনুসৃত আদর্শ আমাদের চলার পথে অবিস্মরণীয় পাথেয়। অবশ্য এ বিষয়ে আরো কয়েকটি মূলনীতি আলোচনা প্রয়োজনীয়।

সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী, আমল ও তাঁর সম্মতিকে হাদীসবিশারদগণের পরিভাষায় '' মারফূ '' হাদীস বলা হয়। আর সাহাবাগণের উক্তি ও আমলগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়–

(ক) সাহাবাগণের এমন কিছু উক্তি ও আমল রয়েছে যা কিয়াস ও যুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। যেমন ইবাদত সম্পর্কীয় কোন বিষয়। সাহাবাগণ এসব বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পেয়েছেন একথা উল্লেখ না করলেও তা তাঁরা একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই পেয়েছেন বলে গণ্য করা হয়। কেননা ইবাদত সম্পর্কীয় কোন তথ্য শুধু ওহীর মাধ্যমেই জানা যায়। আর ওহীর একমাত্র ধারক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ।

(২৮) এ বক্তব্যটি হাদীসের সংজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি বরং হাদীসের সঙ্গা আরো ব্যাপক।
(২৯) দেখুন, মুস্তালাহুল হাদীসের যে কোন কিতাব।

(খ) সাহাবাগণের কিছু উক্তি ও আমল এমনও আছে যা যুক্তি ও কিয়াসের আলোকে বলা সম্ভব, যেমন-সামাজিক আচার-আচরণ ও বিচার সমাধান সম্পর্কীয় কোন বিষয়।

এসব বিষয়ও সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই গ্রহণ করতেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিজেরাও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করেছেন বা আমল করে দেখিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, সাহাবাগণের উপরোক্ত উভয় প্রকারের উক্তি ও আমল আমাদের জন্য অনুসরণীয়। তবে দ্বিতীয় প্রকারের তুলনায় প্রথম প্রকার বেশী গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য। (৩০) **শায়খ যুফার আহমদ উসমানী (রহ:) লিখেন-✍...**

قول الصحابى المجتهد فيما لانص فيه حجة عندنا...ولئن سلم أنه ليس مسموعا عنه بل هو رأى، فرأى الصحابة اقوى من رأى غيرهم .

''সাহাবাগণের যে সব উক্তি গবেষণামূলক, কুরআন-সুন্নাহর কোন সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি এর পক্ষে নেই এসবও আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য দলীল। ...

যদি মেনে নেয়া হয় যে এসব বিষয় সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেন নি; বরং তাদের গবেষণামূলক সিদ্ধান্ত তবে সাহাবাগণের গবেষণা অন্যদের গবেষণার তুলনায় শক্তিশালী ও বেশী নির্ভরযোগ্য। (৩১)

(৩০) তাদরীবুর-রাবী পৃ: ১৬২ যফরুল আমানী পৃ. ৩২১-৩২৮। মুহিম্মাতু উলুমিল হাদীস-১১৩।
(৩১) কাওয়াইদ ফি উলুমিল হাদীস-১২৮-১২৯।

বিশেষ করে প্রথম প্রকার, অর্থাৎ সাহাবাগণের যেসব উক্তি ও আমল যুক্তি নির্ভর ও নিছক গবেষণামূলক হওয়া সম্ভব নয়, এগুলোকে তো উলামায়ে কিরাম সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীস বা মারফূ হাদীস হিসেবেই গণ্য করেছেন।

ইমাম সুয়ূতী (রহ.) লিখেন -✍...

ومن المرفوع أيضا ما جاء عن الصحابى، ومثله لا يقال من قبل الرأى ولا مجال للاجتهاد فيه فيحمل على السماع، جزم به الرازى فى " المحصول " وغير واحد من أئمة الحديث

"সাহাবায়ে কিরামের (রা.) যে সব উক্তি, আমল যুক্তি ও গবেষণার মাধ্যমে বলা সম্ভব নয় এগুলোকে মারফু হাদীস বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত বলা হবে এবং এগুলো তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন বলে গণ্য হবে। ইমাম রাযী (রহ.) 'মাহছুল' কিতাবে এবং অসংখ্য ইমামগণ একই মত ব্যক্ত করেছেন। (৩২)

ইমাম আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (রহ.) লিখেন-✍...

فإن كان الأول فاتفق المحدثون وغيرهم على انه مرفوع حكما وإنه حجة كالمرفوع

(৩২) তাদরীবুর-রাবী খণ্ড ১,পৃ. ১৬২।

‘‘সাহাবাগণের উক্তি ও আমলের প্রথম প্রকার হলে, সমস্ত মুহাদ্দিসগণ এবং অন্যান্য ইমামগণের ঐক্যবদ্ধ মতামতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসের নামান্তর। আর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত (মারফু) হাদীস সমতুল্য প্রমাণ যোগ্য। (৩৩)

প্রিয় পাঠক 📖

উপরোক্ত আলোচনার সারাংশ হলো , সাহাবাগণের উক্তি ও আমল আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য এবং ইসলামী শরীয়তে তা প্রমাণযোগ্য। বিশেষ করে যে সব উক্তি বা আমল যুক্তিনির্ভর ও গবেষণালব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই ঐগুলো আরো বেশী নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা যাবে।

উল্লেখ্য যে ঈদের নামাযে তাকবীর সংখ্যা সম্পর্কীয় বিষয়টি যুক্তি নির্ভর কোন বিষয় নয়। নয় গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মতো কোন মাসআলা। কেননা তা হলো একমাত্র এবাদত সম্পর্কীয় বিষয়। আর এবাদত সম্পর্কীয় বিষয় শুধু ওহীর মাধ্যমেই বলা যায়। যা একমাত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এর পক্ষেই সম্ভব । ওহীয়ে ইলাহীর একমাত্র ধারক হলেন তিনিই। তাই সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, ঈদের তাকবীর সংখ্যা বিষয়ে সাহাবাদের উক্তি ও আমলগুলোও তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই গ্রহণ করেছেন।

(৩৩) যফরুল আমানী পৃ .৩২১।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ.) লিখেন-✍...

" معلوم أن هذا و ما كان مثله ،لا يكون رأيا ، لأنه لا فرقَ من جهة الرأي و الإجتهادمن سبع أوأربع ، ولا يكون إلا توقيفا ممن ‘ يجب التسليم له ".

আলোচ্যবিষয় এবং এ ধরনের বিধান গুলো যুক্তি নির্ভর ও গবেষণার বিষয় নয়। চাই ৭ তাকবীরের কথাই হোক বা ৪ তাকবীরের কথাই হোক। বরং এসব একমাত্র ওহীর শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। (৩৪)

উল্লেখ্য যে, তাকবীর সম্পর্কীয় বিষয়টি কোন যুক্তি নির্ভর বা গবেষণালব্ধ বিষয় নয়। তাই এ বিষয়ে সাহাবাগণ থেকে বর্ণিত উক্তি ও আমল তাদের নিজস্ব বলে অভিহিত করা যায় না। বরং এ সব তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই গ্রহণ করেছেন ও তার নিকট থেকে শিক্ষা নিয়েছেন।

এ জন্য আমরা ৬ তাকবীরের পক্ষে সাহাবাগণ থেকে বর্ণিত উক্তি ও আমল গুলোকে অন্যতম দলীল হিসেবে গ্রহণ করি। উপরন্তু এ সবের সাথে সরাসরি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত দুটি (মারফু) হাদীস এবং সাহাবাদের ইজমা ইত্যাদি তো রয়েছেই।

পক্ষান্তরে ১২ তাকবীরের পক্ষে মাত্র দু’একটি উক্তি ও আমল ব্যতীত সব কটিই অত্যন্ত দুর্বল, পরিত্যাগযোগ্য ও আপত্তিকর।

(৩৪) আল ইসতিযকার -২/৩৯৫।

একই ভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত (মারফু) হাদীসগুলোর অবস্থা আরো বেশী আপত্তিকর। তাই ঈদের নামাযে ১২ তাকবীরের বর্ণনাগুলো পরিহার করা ইলমে হাদীসের মূলনীতির দাবী।

এ পরিসরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন, আহলে হাদীসের মতাবলম্বীরা তো সাহাবায়ে কিরামের উক্তি ও আমলকে শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণ করে না। তাদের মতামতের বিপরীতে সাহাবায়ে কিরামের কোন উক্তি বা আমল পেশ করা হলে উড়িয়ে দেয় অশুভ কলমের এক খোঁচায়। হযরত ওমর (রা.) উসমান (রা.) ও ইবনে মাসউদ (রা.) এর মতো বড় বড় সাহাবাগণের বর্ণনা ফেলে দেয় ফুৎকার দিয়ে।

হযরত ওমর (রা.)-এর সময়ে ২০ রাকা'আত তারাবীর নামায বিষয়ক ইজমা সংঘটিত হওয়ায়, একে তারা 'উমারী নামায' আর হযরত উসমান (রা.) এর সময়ে জুমার নামাযের প্রথম আযান চালু করায় একে তারা 'উসমানী আযান' বলে তিরস্কার করা ও ধৃষ্টতা দেখাতে তাদের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় না।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত ৬ তাকবীরে ঈদের নামায (৩৫) প্রেক্ষাপটে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবী সম্পর্কে কুৎসা রটাতে তাদের হৃদয় মোটেও কাঁপে না। (৩৬) তারাই আবার নিজেদের পক্ষে হলে সাহাবাগণের উক্তি ও আমল পেশ করে থাকে। যা সম্পূর্ণ হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৩৫) মাজমাউয-যাওয়াইদ হায়সামী-২/২০৫ (হাদীস বিশুদ্ধ)।
(৩৬) (দেখুন ১২ তাকবীরের পক্ষে ১৫২ হাদীস)

ভারত বর্ষের অন্যতম হাদীসবিশারদ

আল্লামা শাহ ওয়ালিওল্লাহ (রহ.) লিখেন ✍...

" من لا يقول بالقياس و لاباٰثار الصحابة و التابعين كداؤد و ابن جزم "

"তারা না কিয়াস মানে, না সাহাবী ও তাবীয়ীদের অনুসৃত মতামত বা আদর্শ মানে। যে মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন দাউদ যাহেরী ও ইবনে হযম"। (৩৭)

উল্লেখ্য যে, দাউদ যাহেরী ও ইবনে হযম (রহ.) আহলে হাদীস মতবাদের অন্যতম ইমাম।

ভারতবর্ষে আহলে হাদীস মতবাদের প্রধান মূখপাত্র নবাব ছিদ্দীক হাসান খান লিখেন ✍...

" قول الصحابى لا تقوم به حجةٌ ، وفهم الصحابى ليسَ بحجةٍ وفعل الصحابى لا يصلح حجةً ".

'সাহাবাগণ (রা.)-এর কথা ও বুঝ দলীল নয়, (৩৮) এবং তাদের আমল দলীল হওয়ার উপযোগী নয়'। (৩৯)

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সম্পর্কে যাদের এমন ধারণা তারা আবার নিজেদের পক্ষে সাহাবাদের উক্তি ও আমল কী স্বার্থে পেশ করে, আশা করি তা আর কারো নিকট অস্পষ্ট নয়।

(৩৭) হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ্-১/২৯৯।
(৩৮) আর-রওযাতুন নাদীয়া-১/১৫৪।
(৩৯) আত্ তাজ আল মুকালিদ-১/৩৪০।

সাহাবাগণ আমাদের অনুসরণীয় কেন ?

সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর অনুসৃত আদর্শ এবং তাদের উক্তি ও আমল ইলমে হাদীসের কিছু নিয়মনীতি ও শর্তসাপেক্ষে সমস্ত জমহুরে উম্মত, চার মাযহাবের ইমাম ও বিশেষজ্ঞ মুজতাহিদ ইমামগণের নিকট অনুসরণীয়, শরীয়তের যাবতীয় ক্ষেত্রে প্রমাণযোগ্য। (৪০)

এ ক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটি শর্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শর্ত হলো, সাহাবাগণের উক্তি ও আমলগুলো পবিত্র কুরআন ও রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত সহীহ্ হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হওয়া। সাহাবাগণের এমন উক্তি ও আমলগুলো শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে পবিত্র কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর হাদীসে অসংখ্য দলীল প্রমাণ রয়েছে।

নিম্নে অতি সংক্ষেপে মাত্র কয়েকটি উপস্থাপন করবো।

আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন ,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

"আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন, এবং তাদের যারা অনুসরণ করবে আল্লাহ পাক সে সব লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে । আর তাদের জন্য

(৪০) মু'জামু মুসতালাহুল হাদীস, ড.মুহাম্মদ জিয়া আযমী,৫০৭। যফরুল আমানী পৃ.৩৩২। আল আজবীবা-২২৫।

প্রস্তুত রেখেছেন বেহেশ্ত, যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরদিন। এটাই হলো মহান সফলতা। (৪১)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহপাক কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, তন্মধ্যে

(ক) সাহাবাগণের প্রতি আল্লাহপাক সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই তাদের ব্যাপারে যারা নাক গলায় তাদের শিক্ষা দেয়া উচিত।

(খ) যারা সাহাবাগণকে অনুসরণ করছে তাদের প্রতিও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করেছেন।

তাই স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায় যে, সাহাবাগণকে অনুসরণ করা ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ বৈধ। এমনকি তা হবে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টিযোগ্য নেক আমল।

এ ধরনের অসংখ্য আয়াত রয়েছে। পরিসর সংকীর্ণ হওয়ার কারণে একটিমাত্র আয়াত উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা হলো।

এ ভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : عليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين. "তোমাদের উপর আমার সুন্নাত

(তরীকা-হাদীস) এবং সত্যের আলোকবর্তিকা হিদায়াতপ্রাপ্ত আমার সাহাবীগণের সুন্নাত আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব। (৪২)

(৪১) সূরা তাওবা-১০০।
(৪২) তিরমিযী শরীফ, কিতাবুল ইল্ম-৫/৪৩ হা. ২৬৭৬।

অপর হাদীসে তিনি বলেন:

وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي "

"আমার উম্মত ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে, কেবল একটি দল ব্যতীত অপরাপর সবাই দোযখী হবে। (এতদ শ্রবণে) সাহাবাগণ আরজ করলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ ! মুক্তি প্রাপ্ত এই দলটির পরিচয় কি ? তদুত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইরশাদ করেন ; যারা আমার এবং আমার সাহাবাদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ।(৪৩)

উল্লেখ্য যে, প্রথমোক্ত হাদীসটিতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর তরীক্বা বা আদর্শের সাথে সাথে সাহাবাদের তরীক্বাকেও আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ করেছেন। এ ভাবে দ্বিতীয় হাদীসে তিনি তাঁর তরীক্বায় প্রতিষ্ঠিতদেরকে যেভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত দলে গণ্য করেছেন, সাহাবাদের তরীকা বা আদর্শে প্রতিষ্ঠিতদেরকেও মুক্তিপ্রাপ্ত দল হিসেবে গণ্য করেছেন।

তাই উল্লেখিত হাদীস দু'টি এবং এ ধরণের আরো অসংখ্য হাদীসের আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, সাহাবাগণের তরীকা বা আদর্শ তথা তাদের উক্তি ও আমল আমাদের জন্য অবশ্যই অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

(৪৩) তিরমিযী শরীফ- ৫/৪৩ হা. ২৬৪১।

দ্বিতীয় অধ্যায় :-

ঈদের নামায ১২ তাকবীরে পড়ার ভিত্তি নেই

ঈদের নামায ১২ তাকবীরে আদায় করার কোন ভিত্তি নেই। নেই এ ব্যাপারে একটি মাত্র সহীহ্ হাদীসও। যা পেশ করা হয়ে থাকে এর সবকটিই জয়ীফ-অতিদুর্বল বা পরিত্যাগযোগ্য। আমল করার মতো কোন হাদীস এ বিষয়ে মোটেই নেই। এ বিষয়ে একটি মাত্র হাদীসকে ইমাম তিরমিযী তুলনামূলকভাবে ভালো বলে উল্লেখ করেছেন। (৪৪)

আর সেটির অবস্থা হলো মারাত্নক সূচনীয়-দুর্বল । তবুও ইমাম তিরমিযী যেহেতু ১২ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ার সব হাদীস অপেক্ষা ভালো বলেছেন, তাই আমরা প্রথমে এই হাদীসটির অবস্থা আলোচনা করবো। অতএব,এ বিষয়ে যত ধরনের হাদীস রয়েছে সবগুলোর বাস্তব পরিস্থিতি একে একে পাঠকদের খেদমতে পেশ করার চেষ্টা করবো ইন্শাআল্লাহ !

১-কাসীর ইবনে আব্দুল্লাহর বর্ণনায় আমর বিন আউফ (রা.)-এর হাদীস।

عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة.

(৪৪) তিরমিযী ,২/৪১৬ হা. নং ৫৩৬, "ইমাম তিরমিযীর মতামতের উপর মন্তব্য করা আমার বিষয় না"।

"কাসীর তার পিতা আব্দুল্লাহ থেকে আর আব্দুল্লাহ কাসীরের দাদা আমর বিন আউফ থেকে বর্ণনা করেন। "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় ঈদের নামাযের প্রথম রাকাআতে কেরাআতের পূর্বে ৭টি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাআতে কেরাআতের পূর্বে ৫টি তাকবীর দিতেন"। (৪৫)

হাদীসটি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতামত:-

এই হাদীসটি যতো কিতাবে যে যে মাধ্যমে উল্লেখ আছে প্রত্যেকটি মাধ্যমেই কাসীর ইবনে আব্দুল্লাহ নামক একজন বর্ণনাকারী আছে। যাকে হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমামগণ ঐক্যবদ্ধ ভাবে " متروك " পরিত্যক্ত বলে অভিহিত করেছেন ।

নিম্নে এর কিছু উদাহরণ পেশ করা হল

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) লিখেন ;" هو أحد الكذابين " সে মিথ্যুকদের এক জন। (৪৬) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন ; " هو ركن من أركان الكذب " সে মিথ্যা স্তম্ভ সমূহের এক স্তম্ভ। (৪৭) ইমাম নাসাঈ ও দারাকুতনী বলেন ; "متروك الحديث" হাদীসের জগতে সে পরিত্যক্ত"। (৪৮)

(৪৫) তিরমিযী, ২/৪১৬ হা.নং ৫৩৬, ইবনু মাজাহ্ - ২/১০২ হা.নং ১২৭৯।
(৪৬) তাহযীবুল কামাল - ২৪/১৩৮ (৪৯৪৮)
(৪৭) ইরওয়াউল গলীল - ৩/১০৯।
(৪৮) যুয়াফা ওয়াল মাতরুকীন - পৃ.২০৫, জীবনী :(৫২৯)

যে হাদীসের বর্ণনাকারীর এই অবস্থা ; দুনিয়ার সেরা মিথ্যুক, জঘন্য পরিত্যক্ত, তার হাদীস গ্রহণ করা যাবে কিনা আশাকরি সম্মানিত পাঠক মহলই সিদ্ধান্ত নিবেন।

এ পরিসরে আরো উল্লেখ যোগ্য যে, এ ধরনের মিথ্যুকদের হাদীস যতো বেশি সনদেই পাওয়া যায় না কেন তা কোন ইমামের নিকট আর গ্রহণযোগ্যতা পায় না।এই হাদীসটিকেই ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেছেন ১২ তাকবীরে ঈদের নামায আদায়ের সর্বাপেক্ষা ভালো হাদীস । এবার চিন্তা করুন ১২ তাকবীরের অন্যান্য হাদীসের আরো কতো জঘন্যতম অবস্থা হতে পারে।

তবে আশ্চর্য বিষয় হলো ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীসটিকে"হাসান" ভালো বলেও উল্লেখ করেছেন। অথচ এর বর্ণনাকারী মিথ্যুক । তাই আহলে হাদীস জামাআতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গবেষক

আলবানী সাহেব পর্যন্ত লিখতে বাধ্য হয়েছেন ✍...

" كذا قال ! وقد أنكر جماعة تحسينه كما فى التلخيص ؛ لأن كثير بن عبد الله واهٍ جداً حتى قال الشافعى : هو ركن من أركان الكذب"

"এই হাদীসটিকে হাসান বলা ইমাম তিরমিযীর উক্তি । তবে মুহাদ্দিসগণের বিশাল জামায়াত প্রত্যাখ্যান করেছেন । যেমন রয়েছে (ইবনে হাজার আসকালানীর কিতাব তালখীসে।) কেননা এই হাদীসের বর্ণনাকারী কাসীর ইবনে আব্দুল্লাহ অত্যন্ত গর্হিত ব্যক্তি। এমনকি ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাকে "মিথ্যা স্তম্ভ সমূহের একটি স্তম্ভ" বলে অভিহিত করেছেন। (৪৯)

(৪৯) ইরওয়াউল গলীল , আলবানী - ৩/১০৯।

হাফেয আবুল খাত্তাব বিন দেহ্ইয়া লিখেন ✍...

ইমাম তিরমিযী অনেক দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদীসকেও হাসান (ভালো) বলেন। তন্মধ্যে উপরোক্ত হাদীসটিও অন্তর্ভূক্ত) (৫০)

মোটকথা, ১২ তাকবীরের এই হাদীসটি 'কাসীর' নামক মিথ্যুক বর্ণনাকারীর, বিধায় তা পরিত্যক্ত, বর্জনীয় হাদীসে গণ্য হবে। এছাড়াও এই হাদীস কাসীর বর্ণনা করেছেন তার পিতা আব্দুল্লাহ থেকে, আর আব্দুল্লাহকেও সব মুহাদ্দিসগণই "مجهول " অপরিচিত বলে অভিহিত করেছেন । (৫১) তাই এই হাদীস পরিত্যক্ত হওয়ার কারণ একাধিক। তাই বর্জনের কারণও হবে কয়েকগুণ।

২-হযরত আয়েশা (রা.) এর হাদীস ।

قال أبو داود : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فِى الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِى الثَّانِيَةِ خَمْسًا.

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে প্রথম রাকাআতে ৭ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাআতে পাঁচ তাকবীর দিতেন। (৫২)

(৫০) ফাতহুল মুলহিম-৫/৫৩১।
(৫১) আত-তাহরীর- ২/২৪৫ (৩৫০৩)।
(৫২) আবু দাউদ– ১/৬৮০ হা. নং ১১৪৯।

হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতামত :-

এই হাদীসে এমন কয়েকজন বর্ণনাকারী রয়েছে, যাদের হাদীস গ্রহণ করা যায় না । বিশেষ করে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে লাহীয়া' তিনি মূলত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। কিন্ত এক পর্যায়ে তার কিতাবপত্র আগুনে ভস্মিভূত হয়ে যাওয়ার পর থেকে তার স্মৃতিশক্তিতে " إختلاط " ভেজাল সৃষ্টি হয়। (৫৩)

তাই এ অবস্থার পূর্বে তার বর্ণনাকৃত হাদীস বিবেচনাধীন। তবে এর পরে বর্ণনাকৃত যাবতীয় হাদীসকে হাদীস বিশারদগণ বর্জনীয় বলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন । ১২ তাকবীরের হাদীসটিও ইবনে লাহীয়ার ভেজালযুক্ত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত । এর প্রমাণ হিসেবে প্রধান দুটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করছি।

ক

এই হাদীসটি ইবনে লাহীয়া থেকে বর্ণনা করেছেন তার শেষ কালের শিষ্য 'কুতাইবা' । যিনি ইবনে লাহীয়ার স্মৃতিশক্তিতে ভেজাল সৃষ্টি হওয়ার অনেক পরে হাদীস নিয়েছেন। ইমাম আবুবকর বিন আসরাম ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে উল্লেখ করেছেন ; " هو (قتيبة) آخر من سمع من ابن لهيعة " ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন ;- ইবনে লাহীয়া থেকে সর্বশেষ হাদীস শুনেছে কুতাইবা। (৫৪)

অতএব ইবনে লাহিয়া থেকে কুতাইবার বর্ণিত উপরোক্ত ১২ তাকবীরের হাদীসটি নিঃসন্দেহে ইবনে লাহীয়ার ভেজালযুক্ত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। তাই এই হাদীসটি আমল না করে বর্জন করা জরুরী ও নিরাপদ।

(৫৩) তাহযীবুল কামাল– ১৫/৪৯৬ (৩৫১৩)।
(৫৪) কিতাবুল জারহে আত্ তা'দীল, আবু হাতেম–৭/১৪০(৭৮৪)।

খ ঈদের নামাযে ১২ তাকবীরের হাদীসটি ইবনে লাহীয়ার শেষ যামানার ভেজালযুক্ত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আরেকটা বিশেষ প্রমাণ হলো; হাদীসের বর্ণনাকারী ও হাদীসের ভাষ্য উভয় স্থানে و إضطراب السند) (المتن বিরোধপূর্ণ ও বিপরীত বর্ণনা রয়েছে। মূলত তার স্মৃতিশক্তিতে ভেজালের পর বর্ণনার কারণেই এমনটা হয়েছে। তাই এই হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না ।

ইবনে লাহীয়ার বৈপরীত বর্ণনায় কখনো বলেন " আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উকাইল ইবনে শিহাব থেকে, কখনো বলে খালেদ বর্ণনা করেছেন উকাইল থেকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আরো কত কি (?) এছাড়া সাহাবীর ক্ষেত্রে কখনো বলে আয়েশা (রা.) এর নাম, কখনো বলে আবু হুরায়রা (রা.) এর নাম । আবার বলে আয়েশা (রা.) ও ওয়াকেদ (রা.) দু'জন থেকে বর্ণিত এ হাদীস । (৫৫)

এ ছাড়া হাদীসের ভাষ্যে তো ভেজাল আছেই । কখনো বলে ১২ তাকবীর, কখনো বলে রুকুর দুই তাকবীর ব্যতীত ১২ তাকবীর, আবার বলে নামায শুরুর তাকবীর ব্যতীত ১২ তাকবীর । (৫৬)

কোন কোন বর্ণনায় আছে তাকবীর হবে কেরাআতের পূর্বে, আবার অন্য বর্ণনায় আছে কেরাআতের পরে। (৫৭) এই বিস্তর গরমিল বর্ণনা।

(৫৫) বিস্তারিত দেখুন ত্বহাবী শরীফ–৪/৩৪৪-৩৪৫। এবং তালখীস, ইবনে হাজার –২/৮৪-৮৫।
(৫৬) আবু দাউদ – ১/১৬৮ , সুনানে দারা কুতনী– ২/৩১ (১৭১০)
(৫৭) মুসনাদে আহমদ – ২/৩৫৭ হা. নং ৮৬৭৯।

তাই ইমাম বুখারী, (৫৮) ইমাম দারাকুতনী (৫৯) সহ অসংখ্য ইমামগণ এ হাদীসটিকেও দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইমাম ইবনে হাজার আরো ব্যাখ্যাসহ বলেন ; "وفيه إضطراب عن ابن لهيعة مع ضعفه" "এই হাদীসটি বিরোধপূর্ণ ও গরমিল বর্ণনায় ভর্তি। এছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনে লাহীয়ার স্মৃতিশক্তি দুর্বলতাপূর্ণ ভেজাল তো আছেই। (৬০)

৩ -হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর হাদীস ।

عن أبى هريرة – رضى الله عنه – قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " التكبير فى العيدين سبعا قبل القراءة و خمسا بعد القراءة .

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "ঈদের নামাযে তাকবীর সংখ্যা হলো , কেরাআতের পূর্বে ৭টি এবং কেরাআতের পর ৫টি। (৬১)

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটি পূর্বোল্লেখিত ইবনে লাহীয়ার আলোচিত হাদীসেরই অন্তর্ভূক্ত। কেননা, এ হাদীসটিও ইবনে লাহীয়ার সূত্রেই হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাই পূর্বের হাদীসে যত বিরোধপূর্ণ সমস্যা ও ইবনে লাহীয়ার স্মৃতিশক্তির ভেজালের কথা উল্লেখ করা হয়েছে , সবই এই হাদীসের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া এই হাদীস তো তাদের দলীল হতে পারে না । কারণ, এতে উল্লেখ আছে ৫টি তাকবীর হবে কেরাআতের পর। অথচ তাদের দাবী হলো সব তাকবীরই হবে, কেরাআতের পূর্বে। অতএব এই হাদীসটি তাদের মতবাদের সুস্পষ্ট বিপক্ষে।

(৫৮) আল-ইলালুল কাবীর – ১/২৮৭।
(৫৯) আল-মাউছু'আ , আল-আরনাউত –৪০/৪২৪।
(৬০) তালখীছুল হাবীর –২/৮৪-৮৫। -
(৬১) মুসনাদে আহমদ – ২/৩৫৭ হা. নং ৮৬৭৯।

৪-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান তায়েফী হতে বর্ণিত আমর বিন শোয়াইব এর সনদে আমর বিন আস (রা.)-এর হাদীস:-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِىِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ نَبِىُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « التَّكْبِيرُ فِى الْفِطْرِ سَبْعٌ فِى الأُولَى وَخَمْسٌ فِى الآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا ».

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান তায়েফী হাদীস বর্ণনা করেন আমর বিন শোয়াইব থেকে , তিনি তার দাদা (আমর বিন আস রা.) থেকে, তিনি বলেন ;- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন , ঈদের নামাযের প্রথম রাকাআতে ৭ তাকবীর আর শেষ রাকাআতে হবে ৫ তাকবীর। প্রত্যেক রাকাআতে তাকবীরের পর কেরাআত হবে। (৬২)

হাদীসটি সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের মন্তব্য

কয়েকটি জটিল ত্রুটির কারণে এই হাদীসটি আমল করার যোগ্য নয়। বিজ্ঞ হাদীস বিশারদগণ এই হাদীসে দুটি ত্রুটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

ক- এই হাদীসে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে যার নাম আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান তায়েফী, ঐ তায়েফীকে সমস্ত মুহাদ্দিসগণ যয়ীফ (দুর্বল) বলে মত পোষণ করেন । (৬৩) এমনকি ইমাম বুখারী (রহ.) এক পর্যায়ে অনেক কঠোর ভাষায় তার সম্পর্কে বলেন "فيه نظر " তার মধ্যে বিশেষ নজর

(৬২) আবু দাউদ – ১/ ৬৮১ হা. ১১৫১। তহাবী– ৪/৩৩৪ হ. ১৬৪৮। দারাকুতনী- ২/ ৩১ হা. ১৭১২। বায়হাকী- ৩/২৮৫ হা. ৬১৭১।

(৬৩) দেখুন ... তাহযীবুল কামাল– ১৫/২২৭-২২৮ জীবনী: (৩৩৮৮)। আলজারহু আত্ ত'াদীল- ৫/৪৪৮ জীবনী: (৯৬৯৭) ।কামেল-৪/১৬৭ জীবনী ৯৮৬।

(আপত্তি) রয়েছে। (৬৪) ইমাম যাহাবী বলেন ; এর অর্থ হলো সে মুত্তাহাম বা মিথ্যুক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (৬৫) হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী যে বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে নজর বা আপত্তি আছে বলবেন তার হাদীস হবে সর্ব নিম্ন স্তরের। *

খ:- এই হাদীসের বিশেষ এক বর্ণনাকারী আমর বিন শোয়াইব। এ সনদটি মুহাদ্দিসগণের নিকট অনেক প্রসিদ্ধ। তবে এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে হাদীস বিশারদগণের যথেষ্ট মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে । অনেকে তার এইসব সনদকে মুরসাল, মুনকাতে বা ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন বলে অভিহিত করেছেন । আর তার থেকে বর্ণনাকারী যখন কোন দুর্বল ব্যক্তি হয় তখন হাদীসের দুর্বলতা আরো বৃদ্ধি পায়। (৬৬) এখানেও তা-ই হয়েছে ।

এই সনদে তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান তায়েফী। যার দুর্বলতার অবস্থা মাত্র কয়েক লাইন পূর্বে আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করা হয়েছে। অতএব হাদীসটি আরো অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে গণ্য হবে। তাই প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা জিয়াউর রহমান আযমী (রহ.) লিখেন ...

"এই সনদে হাদীসটি দুর্বল"। (৬৭) আমাদের আহলে হাদীস ভাইয়েরা তো এর চেয়ে আরো কম দুর্বল এবং মুনকাতি হাদীসকেও আমলযোগ্য মনে করে না। তাই এতো সব ত্রুটিযুক্ত হাদীস তাদের নিকট আমলযোগ্য হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না ।

(৬৪) আত্ তারীখুল কাবীর,বুখারী-৫/১৩৪। তাহ্যীবুত্ তাহযীব: ৫/২৯৯ জীবনী: ৩৫৫০।

(৬৫) আল- মূ'কিযা, যাহাবী- ৮৩। মিযান, যাহাবী, ২/৪৫২ জীবনী: (৪৪১১)।

* ইখতেসারু উলূমিল হাদীস:৮৯।

(৬৬) তাহরীরু তাকরীবুত্ তাহযীব-৩/৯৫৯৬ জীবনী: (৫০৫০)

(৬৭) আল মিন্নাতুল কুব্‌রা- ২/২৫৮।

৫- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস

عن ابن عباس –رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى العيدين ثنتى عشرة ' فى الأولى سبعا وفى الثانية خمسا.

“হযরত ইবনে আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের নামাযে ১২ টি তাকবীর দিতেন, প্রথম রাকা‘আতে ৭টি এবং দ্বিতীয় রাকাআতে ৫টি। (৬৮)

হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতামত-

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে ঈদের তাকবীর সম্পর্কীয় হাদীসটি বিভিন্ন কিতাবে কয়েকটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। ঐ সব সনদের প্রত্যেকটি নিম্নবর্ণিত তিনজন মিথ্যুক ব্যক্তির কোন একজনের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। ঐ তিনজন হলো,

(ক) মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল আযীয (৬৯)। তাকে ইমাম বুখারী বলেছেন “মুনকারুল হাদীস”। (৭০) ইমাম বুখারীর মতে তার হাদীস গ্রহণ করা হালাল নয়। (৭১) আর ইমাম নাসাঈ বলেন “মাতরূকুল হাদীস” তার হাদীস পরিত্যক্ত। (৭২)

(৬৮) আলমু‘জামুল কাবীর- ১০/৩৫৭ হা. নং ১০৭০৮।
(৬৯) তার হাদীস গুলো দেখুন- দারাকুতনী- ২/ ৪৬ হা. নং ১৭৮২, সুনানুল কুব্‌রা- ৩/ ৪৮৫ হা. নং ৬৪০৬, মুসতাদরক- ১/৩২৬ হা. নং ১২১৭।
(৭০) তারীখে কাবীর, বুখারী- ১/১৬৭ জীবনী: (৪৯৯), মিযান- ৩/৬২৮/৫৫৪, লীসানুল মিযান-৫/২৫৯-২৬০ জীবনী ৮৯৫।
(৭১) মিযানুল এ‘তেদাল- ২/ ২০২।
(৭২) কিতাবুয যু‘আফা ওয়াল মাতরুকীন- পৃ: ২১৬ জীবনী-৫৫৪।

(খ) ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মাদ (৭৩) তার সম্পর্কে ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (রহ.) বলেন "كذاب" “সেরা মিথ্যুক” (৭৪) ইমাম নাসাঈ , ইবনে হাজার ও যাহাবী (রহ.) বলেন "متروك" ‘হাদীসের জগতে সে পরিত্যক্ত। (৭৫)।

(গ) সুলাইমান ইবনে আরক্বাম,(৭৬) তার সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ (রহ.) ও ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে খিরাশ বলেন "متروك" ‘হাদীসের জগতে সে পরিত্যক্ত। (৭৭) ইমাম আল-জাওযজানী (রহ.) বলেন "ساقط"তার হাদীস গর্হিত বর্জিত। (৭৮) ইমাম হায়সামী ১২তাকবীর সম্পর্কীয় তার হাদীসটিকে বলেছেন দুর্বল। (৭৯)

প্রিয় পাঠকগণ ! এবার বিবেচনা করুন, এই ধরনের মিথ্যুক ও পরিত্যক্ত গর্হিত বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে বর্ণিত বানানো জাল হাদীস ঈদের নামাযের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান পালনে গ্রহণ করা যাবে কি না ?

(৭৩) দেখুন তার মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস কিতাবুল উম্ম -১/৪১৪। আব্দুর রাজ্জাক ৩/২৯৩, হা. নং ৫৬৮৪। ত্বাহাবী–৪/৩৪৭, হা. নং ১৬৬৮।
(৭৪) তাহযীবুল কামাল–২/১৮৬ , জীবনী -২৩৬।
(৭৫) যু‘আফা ওয়াল মাতরুকীন –পৃ. ৪০, জীবনী -৫। তাকরীব পৃ. ৯৩ , জীবনী- ২৪১। কাশেফ-১/২২৪, জীবনী ১৯৭
(৭৬) দেখুন তার মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস–মু‘যামুল কাবীর- ১০/৩৫৭, হাঃ নং ১০৭০৮।
(৭৭) যু‘আফা ওয়াল মাতরুকীন –পৃ. ১১৯, জীবনী–২৫৮ ।তারীখে বাগদাদ - ৯/১৪.জীবনী-৯/১৪-জীবনী- ৪৬১২।
(৭৮) আহওয়ালুর রিজাল-পৃ. ১০৪, জীবনী-১৫৮।
(৭৯) মাজমাউয যাওয়ায়েদ– ২/২০৪।

৬-হাদীসে ইবনে উমার (রা.)

عن سَعْدِ بْنِ عَبْدِالْحَمِيدِ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (" التَّكْبِيرُ فِى الْعِيدَيْنِ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ وَفِى الآخِرَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ.)).

ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :"উভয় ঈদের নামাযের প্রথম রাকা'আতে ৭ তাকবীর আর দ্বিতীয় রাকা'আতে হবে ৫ তাকবীর"। (৮০)

হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতামত:

হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল, বরং মিথ্যুক বর্ণনাকারীর বানানো জাল হাদীস। এই হাদীসে এ ধরনের দুইজন বর্ণনাকারী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ক) সা'দ বিন আব্দুল হামীদ , তাকে সমস্ত ইমামগণ দুর্বল বর্ণনাকারী বলে "আখ্যায়িত করেছেন। বিশেষ করে ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) বলেন وكان ممن يروى المناكير عن المشاهير ممن فحش خطأه و كثر وهمه ' حتى حسن التنكب"

"সে শুধু ভুল পথে চলে ও সংশয়ে নিপতিত থাকে এমন বর্ণনাকারীদের থেকে মিথ্যা ও জাল হাদীস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নামে চালিয়ে দিতো। তাই তার হাদীস থেকে বেঁচে থাকা উচিত। (৮১)

(খ) ফারজ ইবনে ফাজালাহ, উপরোক্ত ১২ তাকবীরের হাদীসটির যতোগুলো সনদ আছে প্রত্যেকটি সনদই ঐ ফারজ ইবনে ফাজালার মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে এসেছে । আর সে সমস্ত মুহাদ্দিসগণেরঐক্যমতে বর্জনীয় ও

(৮০) দারাকুতনী – ২/৩২ , হা. নং ১৭১৬।
(৮১) কিতাবুল মাজরুহীন : ১/৩৫৭। তাহযীবুল কামাল ; ১০/২৮৭, জীবনী ; ২২১৮

পরিত্যাগ যোগ্য দুর্বল ব্যক্তি। ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী (রহ.) বলেন ; 'সে উলট-পালট,ন্যক্কারজনক হাদীস মক্কা-মদীনার লোকদের নামে চালিয়ে দেয় । (৮২) ইমাম আহমদ (রহ.) ও আবু হাতেম (রহ.) বলেন ; " حدث عن يحيى مناكير ' و يحدث عن ثقات مناكير" সে ইয়াহ্ইয়া থেকে অনেক মুনকার 'আপত্তিজনক' হাদীস বর্ণনা করেছে । একইভাবে সে অনেক নির্ভরযোগ্য রাবীদের নামেও এসব হাদীস চালিয়ে দিয়েছে। (৮৩)

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত হাদীসটিও সে ইয়াহ্ইয়া থেকেই বর্ণনা করেছে । তাই ইমাম বুখারী (রহ.) তাকে বলেছে : "منكر الحديث" 'সে মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী'। (৮৪) পূর্বেও উল্লেখ করেছি , ইমাম বুখারী (রহ.) যার সম্পর্কে এমন বলেন এর অর্থ তিনি নিজেই বলেছেন যে , তার হাদীস গ্রহণ করা হালাল নয়। বরং একেবারেই হারাম। *

ইমাম তিরমিযী (রহ.) তার কিতাব "ইলালে" লিখেন ✍..

"আমি এই হাদীস সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) কে জিজ্ঞাস করেছিলাম উত্তরে তিনি বলেন ; এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী ফারজ ইবনে ফুজালাহ "ذاهب الحديث" সে হাদীস চোর। (৮৫)

(৮২) কামেল ;৬/২৮, জীবনী; ১৫৭৪ ।
(৮৩) আল-জারহু অত্ তাদীল;৭/৮৫ , জীবনী; ৪৮৩।
(৮৪)তারীখে কাবীর : পৃ. ১৩৪ , জীবনী ; ৬০৮।
* মীযানুল ই'তেদাল:২/২০২।
(৮৫) ইলাল ;১/২৮৯-২৯০ , নছবুর রায়া- ২/২১৮।

আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানীর মতামত

আহলে হাদীস মতবাদের অত্যন্ত আস্থাভাজন ইমাম আলবানী সাহেব উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে লিখেন ✍... "وفيه فرج بن فضالة ’وهو ضعيف " এই (১২তাকবীরের) হাদীসে ফারজ ইবনে ফাজালাহ নামক বর্ণনা কারী রয়েছে- সে অত্যন্ত দুর্বল । (৮৬)।

৭- সা‘দ ইবনে কুরাইজ মুয়াজ্জিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস।

حدثنا هشام بن عمار . حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه و سلم . حدثني أبي عن أبيه عن جده- " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة . وفي الآخرة خمسا قبل القراءة ".
وفى رواية البيهقى " أن السنة في صلاة الأضحى والفطر أن يكبر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة".

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উভয় ঈদের প্রথম রাকা‘আতে কেরাআতের পূর্বে ৭টি এবং দ্বিতীয় রাকা‘আতে কেরাআতের পূর্বে ৫টি তাকবীর দিতেন। (৮৭)

(৮৬) ইরওয়াউল গালীল - ৩/১১০।
(৮৭) ইবনে মাজাহ্ -২/১০২ হা. নং-১২৭৭। মুস্তাদরকে হাকেম ;৩/৬০৭ হা. নং ৬৫৫৪।

হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতামত:

ঈদের নামাযে ১২ তাকবীর সম্পর্কীয় উপরোক্ত হাদীসটিতে জটিল কয়েকটি সমস্যা রয়েছে বিধায় বিজ্ঞ হাদীস বিশারদগণ এই হাদীসটিকে অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যাগযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। যে সমস্ত কারণে হাদীসটি আমলযোগ্য নয়, তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ।

১➢ইমাম ইবনে তুরকুমানী (রহ.) লিখেন ✍... أنه مع ضعفه اضطربت روايته لهذا الحديث " ‘এই হাদীসটিতে দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে ইজতিরাব বা বিরোধপূর্ণ সাংঘর্ষিক ও গরমিল বর্ণনা রয়েছে। (৮৮)

২➢হাদীসটি উপরোক্ত সনদটি ছাড়া আরো দু'টি সনদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি সনদে এমন জঘন্য দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে, যাদের নাম শুনলেই মুহাদ্দিসগণের অনিহা সৃষ্টি হয়। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করা হলো।

(ক) ☞... এই হাদীসের যে সনদটি উপরে উল্লেখ করেছি এতে মারাত্মক দুর্বল কয়েকজন বর্ণনাকারী রয়েছে। তন্মধ্যে একজনের নাম আব্দুর রহমান বিন সা‘দ , তাকে ইবনে মাঈন , ইবনে মাদীনী ,ও ইবনে হাজার আসক্বলানী সহ সব ইমামগণ অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন।(৮৯) ইমাম ইবনে আদী লিখেন ; "ضعفوه" ‘সব ইমামগণই তাকে যয়ীফ (দুর্বল) বলেছেন।(৯০)

(৮৮) আল-জাওহারুন নক্বী;৩/৪০৬।
(৮৯) দেখুন , মীযান ;২/৫৬৬, জীবনী,৪৮৭৪। আল-জারহুওয়াতত্তাদীল ; ৫/২৩৮ জীবনী, ১১২৩। তাহযীবুল কামাল–১৭/১৩২ , জীবনী -৩৮২৮। কাশেফ;১/৬২৯, জীবনী; ৩২০৩।
(৯০) কামেল ফি যুয়াফাইর রিজাল;৪/৩১৩, জীবনী; ১১৪৯।

তাই ইমাম বুখারী (রহ.) লিখেন ✍... "فيه نظر" 'তার হাদীসে আপত্তি রয়েছে'। (৯১) ইমাম যাহাবী এর অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন "সে মিথ্যুক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে"। (৯২)

উপরোক্ত সনদে অপর একজন বর্ণনাকারী রয়েছে, যার নাম সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ, তাকে ইমাম আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান, যাহাবী,ও ইবনে হাজার (রহ.) বলেছে "অজ্ঞাত বা অপরিচিত"। (৯৩)

অতএব, উক্ত হাদীসটি এই দুইজন বর্ণনাকারীর কারণে আমলযোগ্য নয় বরং পরিত্যাগযোগ্য।

(খ) ☞... উপরোক্ত হাদীসটি মু'জামুল কাবীর ও বাইহাকীতে অন্য একটি সনদেও বর্ণিত হয়েছে ,এতে বাকীয়া নামক একজন চরম প্রতারক বর্ণনাকারী রয়েছে। (৯৪)

(৯১) তারীখে কাবীর, বুখারী ;৫/২৮৭, জীবনী; ৯৩৩। নিহায়াতুস সুয়াল; ৫/১৫২০,জীবনী;৩৮৮২।
(৯২) আল-মূ'কিজা;পৃ. ৮৩। মীজান ;২/৫৬৬, জীবনী;৪৮৭৪। আল-মুগনী, পৃ.১/৬০২, জীবনী;৩৫৭০।
(৯৩) ইকমালু তাহযীবুল কামাল–৫/২৪৪, জীবনী;১৮৯১। কাশেফ; ১/৪৩০ , জীবনী; ১৮৩৯।
(৯৪) দেখুন ,আল মুজামুল কাবীর;৬/৪০ , হা. নং ৫৪৪৯। বাইহাকী সুনান;৩/৪০৫,হা. নং ৬১৭৭। মীজান ;২/১২৪, জীবনী;৩১২০। তাকরীব;- জীবনী;(২২৫১) জীবনী;২৩২।

তার প্রতি হাদীস বিশারদগণের বিরূপ মন্তব্যের আংশিক নিম্নে পেশ করা হলো। ইমাম গাস্সানী (রহ.) লিখেন ✍... " بقية ليست أحاديثه " نقية "বাকীয়ার হাদীসগুলো ভেজালমুক্ত নয়" (৯৫)

ইমাম ইবনে সা'দ তার 'ত্বকাতে' লিখেন ✍... "كان ضعيفا فى روايته " "সে তার হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (৯৬)

ইমাম যাহাবী লিখেন ✍... বাকীয়া সম্পর্কে সব হাদীস বিশারদের মন্তব্য হলো :" كان يدلس عن قوم متروكين " "সে পরিত্যক্ত বর্ণনাকারীদের থেকে কারচুপি এবং হাদীসের দোষত্রুটি গোপন করে হাদীস বর্ণনা করতো। (৯৭) এই হাদীস সম্পর্কে ইমাম হায়সামী লিখেন ;" إسناده ضعيف " "হাদীসের সনদটি দুর্বল"। (৯৮)

৮-আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) এর হাদীস

عن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : تخرج له العنزة في العيدين حتى يصلي إليها وكان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة ، وكان أبو بكر ، وعمر رحمة الله عليهما ورضوانه يفعلان ذلك.

(৯৫) তাহযীবুল কামাল–৪/১৯৮,(৭৩৮)
(৯৬) ত্বকাতে ইবনে সা'দ ; ৫/৩৯৪,(৩৯১৫)
(৯৭) আল-মুগনী যাহাবী;১/২৭১।(৭৩৮)
(৯৮) মাজমাউয-যাওয়াইদ ; ২/১৮৭।

"আব্দুর রহমান বিন আউফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় ঈদের দিন লাঠি বের করে সুতরা হিসেবে সামনে রেখে নামায আদায় করতেন। আর তিনি (তাকবীরে তাহরীমাসহ মোট ১৩ টি তাকবীর দিতেন। আবুবকর ও ওমর (রা.) ও এমনই করতেন। (৯৯)

হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতামত:

হাদীস গ্রহণের নীতিমালা অনুযায়ী এই হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। বিশেষ করে এই হাদীসের সনদে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে যাকে সব ইমামগণ পরিত্যক্ত ও গর্হিত বলে উল্লেখ করেছেন। তার নাম হলো 'হাসান ইবনে উমারা'।

তার সম্পর্কে **ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন**, সে ১৭০টি হাদীস বর্ণনা করেছে فلم يكن له أصلاً. এর একটিরও কোন ভিত্তি নেই। (১০০)
ইমাম ইয়াকুব আয-যুগানী (রহ.) বলেন " ساقط " তার হাদীস বর্জিত, গর্হিত। (১০১)

ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, '' متروك'' তার হাদীস পরিত্যাগ যোগ্য। (১০২)

উল্লেখ্য যে, ঈদের নামাযে ১২ তাকবীর বিষয়ক প্রায় সবকটি হাদীসের বর্ণনাকারী সম্পর্কেই হাদীস বিশারদ ইমামগণের এ ধরণের মন্তব্য

(৯৯) মুসনাদে বায্যার ; ৩/২৩৪, হা. নং (১০২৩)
(১০০) তারীখে কাবীর; ২/৩০৩, জীবনী;২৫৪৯।
(১০১) তাহযীবুল কামাল–৬/২৭২, জীবনী;১২৫২।
(১০২) তাক্বরীব পৃ:৫৩, জীবনী ১২৬৪।

রয়েছে। তাঁদের সর্বসম্মত নীতিমালা অনুযায়ী যে হাদীসের বর্ণনাকারী **'' متروك "** পরিত্যক্ত হবে তার কোন হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। এমন কি এ ধরণের হাদীস যত বেশীই হোক না কেন সব মিলেও কোন কাজে আসবে না। (১০৩) তাই ১২ তাকবীরের কোন হাদীসেরই ভিত্তি নেই, বিধায় এর উপর আমল করার কোন উপায় নেই।

মতানৈক্যের উৎস কোথায় ?

সম্মানিত পাঠকগণের খেদমতে আমরা ৬ তাকবীরে ঈদের নামায আদায় করার হাদীস এবং ১২ তাকবীরে পড়ার হাদীসগুলো উপস্থাপন করেছি। আশা করি আমাদের নিকট পরিস্ফুটিত হয়েছে যে, ৬ তাকবীরের হাদীসগুলো সহীহ্ বা হাসান। তথা হাদীসের পরিভাষায় নিঃসন্দেহে আমলযোগ্য। পক্ষান্তরে ১২ তাকবীরের হাদীসগুলো অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যাগযোগ্য, বরং অধিকাংশগুলো হাদীস চোর ও মিথ্যুকদের মনগড়া জাল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে (মারফু) হাদীস হিসেবে ১২ তাকবীরের ক্ষেত্রে হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারে যত হাদীস রয়েছে একে একে সবগুলো আপনাদের সামনে আলোচনা করেছি। প্রত্যেকটি হাদীসের অবস্থা অপেক্ষাকৃত দুর্বল আর দুর্বল।

এখানেই সমস্ত মতানৈক্যের গোড়া । বস্তুত সাহাবায়ে কিরামের উক্তি ও আমলের উপর ভিত্তি করে আমল প্রবর্তিত হয়েছে, আর একে মযবুত করার জন্য লেজুর হিসেবে কতগুলো মিথ্যুক ও পরিত্যক্ত ব্যক্তিবর্গের বর্ণনাকে চালিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চলেছে। বাস্তবে ১২ তাকাবীরের পক্ষে দলীল-প্রমাণ বলতে কিছুই নেই।

(১০৩) আল-অয্উ ফিল হাদীস; ১/১০০। ইলমু উসূলিল জারহিওয়াত্তাদীল ; পৃ.(২৬৫)

ইমাম তিরমিযী (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব

"ইলালে" লিখেন ... আমি ইমাম বুখারী (রহ.) কে ১২ তাকবীরে ঈদের নামায সম্পর্কিত একটি হাদীসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি , উত্তরে তিনি বলেন ; " الفرج بن فضالة ذاهب الحديث و الصحيح ... عن أبى هريرة من فعله " উক্ত হাদীসে হাদীস চোর বর্ণনাকারী রয়েছে। এবিষয়ে সামগ্রিক ভাবে বিশুদ্ধ হলো আবু হুরায়রা (রা.) এর নিজস্ব আমল, মূলত এ বর্ণনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নয়। (১০৪)

প্রশ্ন :-

এখানে একটি প্রশ্ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রশ্নটি হলো– উপরে আলোচনা হয়েছে যে, ১২তাকবীরে ঈদের নামায আদায়ের ক্ষেত্রে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমলযোগ্য একটিমাত্র সহীহ্ হাদীসও নেই। যা কিছু আছে সাহাবায়ে কিরামের উক্তি ও আমল শুধু । এতে সমস্যা কি ? সাহাবাগণের উক্তি ও আমলতো আমাদের অনুসরণের জন্য যথেষ্ট। ৬ তাকবীরে নামায আদায়ের পক্ষে যারা তারাও তো সাহাবাগণের উক্তি ও আমল পেশ করে থাকেন।

উত্তর:- এই প্রশ্নের উত্তর ইনশাআল্লাহ আগত দুটি পর্বে উপস্থাপন করার প্রয়াস পাবো। মুলত এই প্রশ্নের উত্তর লেখা ও বুঝাই এই প্রবন্ধের স্বার্থকতা।

(১০৪) (ইলালে তিরমিযী -১/২৯০) নছবুর রায়া ; ২/২১৮

পর্ব দুটি নিম্নরূপ ;

ঈদের নামযে ৬ তাকবীরের প্রাধান্য কেন ?

প্রথম কথা হলো সাহাবায়ে কিরামের উক্তি ও আমলকে আমরা শরীয়তের দলীল হিসেবে মানি। তাই ইলমে হাদীসের নিয়মনীতি মুতাবেক সাহাবা কিরামের উক্তি ও আমল যে কোন মাসআলায় দলীল হিসেবে পেশ করতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই । বিশেষ করে ঈদের নামাযে ৬ তাকবীরের মাসআলা।

এর কারণ কয়েকটি, নিম্নে পেশ করা হলো।

(ক) ৬ তাকবীর সম্পর্কিয় সাহাবায়ে কিরামের উক্তি ও আমলের পক্ষে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত (মারফু) কয়েকটি বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। (১০৫)

পক্ষান্তরে ১২ তাকবীর সম্পর্কীয় সাহাবায়ে কিরামের উক্তি ও আমলের পক্ষে একটিমাত্রও সহীহ্ বা আমলযোগ্য (মারফু) বা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীস নেই। বরং এর বিপরীতে ৬ তাকবীরের সহীহ্ হাদীস রয়েছে। আর সাহাবায়ে কিরামের উক্তি বা আমলের বিপরীত (মারফু') হাদীস পাওয়া গেলে সাহাবায়ে কিরামের উক্তি বা আমলের উপর আমল করা যায় না। (১০৬) তাই ১২ তাকবীরের কোন উক্তি বা আমল গ্রহণযোগ্য হবে না।

(খ) ৬ তাকবীরের উক্তি বা আমলের সমর্থনে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা (ঐক্যমত) সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে। (১০৭)

(১০৫) (দেখুন এ প্রবন্ধে আলোচিত ৬ তাকবীরের হাদীস , নং; ১ও ২।)
(১০৬) (যফরুল আমানী;৩৩২, এবং আল-আজবীবা;২২৫।)
(১০৭) (ত্বাহাবী শরীফ- ১/৪৯৬।)

পক্ষান্তরে ১২ তাকবীরের পক্ষে কোন ইজমা হয়নি। এতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণ হয় যে, এক সময় ৬ তাকবীর ও ১২ তাকবীর এবং আরো অন্যান্য পদ্ধতি ঈদের নামাযে প্রচলন ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে ৬ তাকবীরের উপর সাহাবায়ে কিরামের ইজমা হওয়ায় অন্যান্য যাবতীয় পদ্ধতি রহিত বলে গণ্য হয়েছে। আর ইজমা সম্পর্কীয় বর্ণনায় তা উল্লেখও আছে। (১০৮)

(গ) ৬ তাকবীরের পক্ষে বর্ণিত সাহাবায়ে কিরামের (রা.) উক্তি ও আমল গুলো সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে ইবনে মাসউদ (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.) সাঈদ বিন আস (রা.) আনাস (রা.) ইবনে যুবাইর (রা.) ও উমর (রা.) এর উক্তি ও আমল সহীহ সনদে এই প্রবন্ধেই আলোচনা করেছি। । (১০৯)

পক্ষান্তরে ১২ তাকবীরের পক্ষে যে সব সাহাবায়ে কিরামের (রা.) উক্তি ও আমল পাওয়া যায় ঐ গুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। কয়েক জন সাহাবী (রা.) এমন আছেন যাদের থেকে ৬ তাকবীর ও ১২ তাকবীর উভয় প্রকারের উক্তি ও আমল রয়েছে, যেমন ইবনে আব্বাস (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.)। তাদের ১২ তাকবীর অপেক্ষা ৬ তাকবীরের আমল অধিক শক্তিশালী। এছাড়া ৬ তাকবীরের আমলের সমর্থনে বিশুদ্ধ (মারফু') হাদীস ও সাহাবাগণের ইজমা থাকায় ৬ তাকবীরের আমলকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আর কিছু সাহাবায়ে কিরাম যাদের থেকে শুধু ১২ তাকবীরের আমলই বর্ণিত হয়ে এসেছে, তম্মধ্যে দু'একটি ছাড়া সবগুলোর সনদের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল ও সম্পূর্ণ পরিত্যাগযোগ্য। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে আংশিক আলোকপাত করা হলো-

(১০৮) (ত্বাহাবী শরীফ- ১/৪৯৬।)
(১০৯) (দেখুন ৬ তাকবীরের হাদীসের বর্ণনায় , হাদীস নং ৩-৮ এবং ইজমায়ে সাহাবার বর্ণনা।)

১- হযরত উমার (রা.)-এর আমল

" عن عبد الرحمن الإفرقى عن عبد الرحمن بن رافع أن عمر بن الخطاب " كان يكبر فى العيدين ثنتا عشرة ؛ سبعا فى الأولى و خمسا فى الآخرة ".

"খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমার ফারুক (রা.) উভয় ঈদের নামাযে ১২টি করে তাকবীর দিতেন। (১১০) প্রথম রাকা'আতে ৭টি এবং দ্বিতীয় রাকাআতে ৫টি"।

এতে দুইজন বর্ণনাকারী অত্যন্ত দুর্বল।

এক, আব্দুর রহমান ইফরীকী, তার সম্পর্কে ইমাম ইবনে খুযাইমা লিখেন... " لا يحتج به " তার বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে না। (১১১)

এছাড়া ইমাম নাসাঈ , খতীব বাগদাদী , ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনে হাজার বলেছেন "দুর্বল" (১১২)

দুই , আব্দুর রহমান ইবনে রাফে আত-তান্নুখী , সে অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যাগযোগ্য ব্যক্তি। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন ; " فى حديثه مناكير 'তার হাদীসে মুনকার (অনীহাযুক্ত) বিষয় আছে'| (১১৩)

(১১০) (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা -১/৪৯০, হা. নং ৫৭১৭।)
(১১১) (তাহযীবুল কামাল ;১৭/১০৮ , জীবনী;৩৮১৭।)
(১১২) (কিতাবুয যুয়াফা ওয়াল মাতরুকীন;পৃ. ১৫৮ , জীবনী;৩৭৮। তারীখে বাগদাদ;১০/২১৭, জীবনী;৫৩৫৪। তাহযীব-৬/১৭৫ ; জীবনী;৪০০০। তাকরীব;পৃ. ৩৪০ , জীবনী;৩৮৬২।)
(১১৩) (আত-তারীখুল কাবীর -৫/২৮০, জীবনী ৯১২।)

এছাড়া ইমাম যাহাবীও বলেছেন ;‘ সে মুনকারুল হাদীস’ আর ইবনে হাজার বলেন ; যয়ীফ (দুর্বল) (১১৪)

এ পরিসরে অত্যন্ত লক্ষণীয় হলো , ওমর (রা.) এর বর্ণিত এই ১২ তাকবীরের আমলটি ওমর (রা.) থেকে সহীহ্ সনদে বর্ণিত তার নির্দেশে ৬ তাকবীরের উপর সাহাবাগণের ইজমার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ হয়। তাই দুর্বল ও পরিত্যক্ত সনদে বর্ণিত ১২ তাকবীরের আমলটি গ্রহণযোগ্য হবে না।

২-হযরত জাবের (রা.)-এর উক্তি

عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ لِلصَّلاَةِ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا.

সাহাবী হযরত জাবের (রা.) বলেন; “ ঈদের নামাযে ৭ তাকবীর ও ৫ তাকবীরের পদ্ধতি চলে আসছে। (১১৫)

জাবের (রা.) এর এই উক্তিটি সম্পূর্ণ পরিত্যাগযোগ্য। “আলী ইবনে আছেম নামক” এক ব্যক্তি এই সনদে আছে, তার সম্পর্কে ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন; " ليس بشيئ ولا يحتج به "‘হাদীসের জগতে সে ধ্বংস হয়েছে , তার হাদীস প্রমাণযোগ্য হবে না। (১১৬) ইমাম নাসাঈ বলেন; "ضعيف متروك الحديث" ‘সে দুর্বল, হাদীসের জগতে পরিত্যাজ্য। (১১৭)

(১১৪) কাশেফ-১/৬২৬; জীবনী ;৩১৮৯। তাকরীবুত-তাহযীব- পৃ.৩৪০ (৩৮৫৬)
(১১৫) আস-সুনানুল কুবরা-বায়হাক্বী ;৩/২৯২ (৬১৮৭)।
(১১৬) তাহযীবুল কামাল-২০/৫১৭; জীবনী ৪০৯৪।
(১১৭) কিতাবুয্ যুয়াফা ওয়াল মাতরুকীন-পৃ:১৭৯.জীবনী-৪৫৩।

এছাড়া সব হাদীস বিশারদগণই তাকে দুর্বল, এমনকি বেশী বেশী ভুল বর্ণনাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন । (১১৮) তাই ইমাম যাহাবী (রহ.) লেখেন ; "ضعفوه" ‘ হাদীস বিশারদগণ তাকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে অতি দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন । (১১৯)

৩- হযরত আলী (রা.)-এর আমল

عن على – رضى الله عنه –"أنه كبَّر فى العيدين و الإستسقاء سبعا و خمسا و جهر بالقراءة

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত “তিনি উভয় ঈদে ও এস্তেসকার নামাযে ৭ ও ৫ তাকবীর দিয়েছেন এবং উচ্চস্বরে কিরাআত পড়েছেন। (১২০)

হযরত আলী (রা)-এর উপরোক্ত আমল অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনায় পৌঁছেছে। কারণ, তা ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মাদের বর্ণনা। তাই এ পদ্ধতি আমাদের জন্য আমলযোগ্য নয়। তার সম্পর্কে আল্লামা সাজী (রহ.) বলেন ; " يحدث بالمناكير و الكذب " ‘সে মুনকার/আপত্তিকর ও মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে’। (১২১) ইমাম আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন ;" ساقط " ‘সে বর্জিত ও পরিত্যক্ত। (১২২)

(১১৮) তাহ্যীবুল কামাল-২০/৫১৭.জীবনী-৪০৯৪।
কিতাবুল জারহে ওয়াত্তাদীল-৬/১৯৮.জীবনী (১০৯২)। মাওসুয়ায়ে আক্বওয়ালু আহমদ-৩/৪২.জীবনী-১৮৭
(১১৯) আল্ কাশেফ্-২/৪২.জীবনী-৩৯৩
(১২০) মুস্নাদে শাফী-১/৭৬ (৩৪৩)।
(১২১) তাহ্যীবুত্-তাহ্যীব-১/১৬১.জীবনী-২৫৫।
(১২২) মিযানুল ই‘তিদাল-১/১৬.জীবনী-১৯০।

৪- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর উক্তি

عن خَالِدِ بْنِ مَخلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعٌ وَخَمْسٌ ؛ سَبْعٌ فِي الأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

হযরত আবু-সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন ; উভয় ঈদের নামাযে তাকবীর সংখ্যা ৭টি ও ৫টি। প্রথম রাকাআতে কেরাআতের পূর্বে ৭টি ও দ্বিতীয় রাকাআতে কেরাআতের পূর্বে ৫টি তাকবীর । (১২৩)

হযরত আবু-সাঈদ খুদরী (রা.) এই উক্তিটি এমন কয়েকজন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে , যাদের বর্ণনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে হাদীস বিশারদগণের সঙ্গত আপত্তি রয়েছে।

এই বর্ণনায় একজন বর্ণনাকারী অত্যন্ত দুর্বল রয়েছে। তার নাম ‘ ইব্রাহীম ইবনে ইসমাঈল’ তার সম্পর্কে ইমাম ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন; " ليس بشئ " ‘হাদীসের জগতে তার কোন অস্তিত্ব নেই। (১২৪) ইমাম দারাকুতনী বলেন;" متروك " ‘পরিত্যক্ত’। (১২৫) ইমাম বুখারী বলেছেন ; " منكر الحديث" ‘সে মুনকারুল হাদীস বা তার হাদীস গ্রহণ করা হালাল নয়। (১২৬) অনুরূপ ভাবে সমস্ত ইমামগণ তাকে “দুর্বল আর দুর্বল” বলে আখ্যায়িত করেছেন। (১২৭)

(১২৩) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-২/৮০।
(১২৪) তাহ্যীবুল কামাল-২/৪৩.জীবনী-১৪৬।
(১২৫) প্রাগুক্ত।
(১২৬) তারীখুল কাবীর-১/২৭১-২৭২.জীবনী-৮৭৩।
(১২৭) দেখুন,... কিতাবুয্ যুয়াফা ওয়ালমাতরুকীন নাসাঈ-পৃ.৩৯ (২)।
তাক্বরীবুত-তাহযীব-৮৭.জীবনী-১৪৬।

এর আরেক জন বর্ণনাকারী রয়েছে, তার নাম দাউদ ইবনে হুসাইন আল-কুবাশী, তাকেও সমস্ত ইমামগণ “দুর্বল” বলে অভিহিত করেছেন। (১২৮) এমনকি ইমাম ইবনে হাজার (রহ.) বলেন ;‘সে দুর্বল তো বটেই সাথে সাথে সে খারেজী হওয়ার কারণে তার হাদীস পরিত্যাগ করা হয়। (১২৯) এছাড়াও এ বর্ণনায় আরো বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি রয়েছে।

৫-হযরত উসমান (রা.)-এর আমল

عن ابراهيم بن عبد الله يعنى ابن فروخ عن أبيه قال: صليت خلفَ عثمانَ – رضى الله عنه – العيدَ فكبر سبعا و خمسا.

ইব্রাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে ফররুখ থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, আমি হযরত উসমান (রা.) এর পিছনে ঈদের নামায পড়েছি। তিনি ৭টি ও ৫টি তাকবীর দিয়েছেন। (১৩০)

উপরোক্ত আমল সম্পর্কে সৌদী আরবের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা আহমদ শাকের (রহ.) লেখেন...এর সনদে নজর (আপত্তি) আছে। কারণ, উক্ত সনদে ইব্রাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ফররুখ নামক বর্ণনাকারী রয়েছে। (১৩১) শুয়াইব আল-আরনাউত লেখেন ইব্রাহীম: "مجهول" অজ্ঞাত-অপরিচিত, এবং এতে অপর বর্ণনাকারী মাহবুব ইবনে মুহরিয দুর্বল। (১৩২)

(১২৮) দেখুন কিতাবুল জারহি ওয়াত-তা'দীল ;৩/৪০৮-৪০৯ , জীবনী ১৮৭৪। তাহযীবুল কামাল ;৮/৩৮১। (১৭৫৩) আল কামেল: ৩/৯২, জীবনী;৬৩১।)
(১২৯) তাকরীবুত-তাহযীব;পৃ.১৯৮,জীবনী;১৭৭৯।)
(১৩০) মুসনাদে আহমদ ;১/৭৩,হা. নং ৫৪৪।)
(১৩১) মুসনাদে আহমদ ; (তাহকীক আহমদ শাকের;১/৩৯৭।
(১৩২) আল মাউসুয়াতুল হাদীসিয়্যাহ ; ১/৫৫৪।

সম্মানিত পাঠকগণ:-

১২ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের (রা.) আমল ও উক্তি গুলো পেশ করা হলো। এর অধিকাংশতেই একাধিক বর্জনীয়, পরিত্যাগযোগ্য ও দুর্বলতার কারণ রয়েছে। ইমাম বুখারী, আবু হাতেম, ইবনে মাঈন ও ইবনে হাজারের মতো বিশ্বশ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদগণ এগুলোকে মুনকার, আপত্তিকর ও পরিত্যাগযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। তাই আমরা এগুলোকে বর্জন করে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত ৬ তাকবীরে ঈদের নামাযের হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরাম থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত ৬ তাকবীরে ঈদের নমাযের হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের বিশুদ্ধ উক্তি ও আমল গুলোকে গ্রহণ করেছি।

মোটকথা হলো, বিশুদ্ধ বর্ণনাকে প্রাধান্য দেয়াই আমাদের ৬ তাকবীরের মতামত গ্রহণ করার মূল কারণ। এছাড়া রয়েছে হযরত উমার (রা.)-এর যুগে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের ইজমা' এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) যখন ৬ তাকবীরে ঈদের নামায শিক্ষাদিয়েছিলেন তখন সমস্ত সাহাবাগণের নিরবতা। যা ইজমারই এক প্রকার ।

৬ তাকবীরের হাদীসে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্ল-াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি নিজে এভাবে নামায পড়ার শেষে পুনরায় আলোচনা করে শিক্ষা দিয়েছেন । সতর্ক করে বলেছেন ভুলে যেয়ো না। সাথে সাথে হাত তুলে তাকবীরের হিসাব সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ সব ছাড়াও আরো অসংখ্য কারণে ৬ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ার পদ্ধতি প্রাধান্য দিতে হয়।

মতানৈক্যের শেষ কোথায় ?

ঈদের নামায কত তাকবীরে হবে, এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে প্রায় ৮টি মতামত রয়েছে। (১৩৩) তন্মধ্যে ৬ তাকবীরে ঈদের নামাযের মতামতটিই আমাদের দেশ সহ অনেক স্থানে বেশী প্রসিদ্ধ। সাম্প্রতিক কালে ১২ তাকবীরে ঈদের নামাযের বিষয়টি নিয়েও অনেককে বাড়াবাড়ি করতে দেখা যাচ্ছে। তবে এসব মতানৈক্যের সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য খুবই সুস্পষ্ট, আর তা হলো, ৬ তাকবীরে ঈদের নামাযের পদ্ধিতি বিভিন্ন কারণে প্রাধান্যযোগ্য।

৬ তাকবীরে যারা ঈদের নামায পড়বে তারাই হাদীসের মূলনীতি অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হাদীস এবং সহীহ্ সনদে বর্ণিত সাহাবাগণের আসার তথা উক্তি ও আমলের যথাযথ অনুসরণ করবে। তবে অন্যান্য পদ্ধতিগুলোও যেহেতু হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, এবং যারা ঐ সব মতামতের উপর আমল করে তারাও হাদীসের আলোকে আমল করছে বলে দাবী করে, তাই কেউ যদি ৬ তাকবীরের পদ্ধতি ছেড়ে অন্য কোন পদ্ধতিতে (যেমন ১২ তাকবীরে) ঈদের নামায আদায় করে তাকেও আমরা নাজায়েয বলতে যাবো না। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমরা কোন আপত্তি করবো না। ঝগড়া বিবাদের তো কথাই আসে না। (১৩৪) কেননা সমস্ত ইমামগণের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঈদের নামাযে কতো তাকবীর হবে এ বিষয়ে বৈধ-অবৈধ বা জায়েয নাজায়েযের কোন মতানৈক্য নয়। কোন কিতাবে লেখেনি উপরোক্ত ২ টি পদ্ধতির কোন এক পদ্ধতিতেই ঈদের নামায আদায় করতে হবে, অপর পদ্ধতিতে নামায আদায় হবে না।

(১৩৩) নাইলুল আওতার;৩/৩১৬-৩১৭।

(১৩৪) তবে কেউ যদি শুধু ১২ তাকবীরের পদ্ধতিকে জায়েয আর অন্যান্য পদ্ধতিকে কটাক্ষ করে, তার প্রতি অবশ্যই আপত্তি থাকবে।

তবে, ৬ তাকবীরের ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্যতা অত্যাধিক বলে বিবেচ্য। বরং ঐ মতানৈক্যের শেষ কথা হলো কোন পদ্ধতিতে নামায আদায় করা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হবে। কেউ বলে ১২ তাকবীরে ঈদের নামায পড়া শ্রেষ্ঠ । আর আমাদের কথা হলো ৬ তাকবীরে পড়াই শ্রেষ্ঠ। (যার কারণসমূহ ইতিপূর্বে বিস্তারিত উল্লেখও করেছি) ইমাম আবু হানীফার অন্যতম শাগরিদ, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) লেখেন- উভয় ঈদের তাকবীর সংখ্যা নিয়ে ফক্বীহগণের মতভেদ রয়েছে। তুমি যে মতই গ্রহণ করবে তা-ই ভালো। তবে আমাদের মতে সেই পদ্ধতিটিই উত্তম যা হযরত আব্দুলাহ্ ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) থেকে (৬ তাকবীরের ব্যাপারে) বর্ণিত হয়েছে। (১৩৫)

ইমাম ইবনে আব্দুল বার মালেকী (রহ.) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল ইসতিযকারে লিখেন- এ সব পদ্ধতির সবগুলোই জায়েয, যে কোনটি আমল করতে কোন বাঁধা নেই। সব পদ্ধতিই সাহাবাগণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণ করেছেন। (১৩৬) অবশ্য হযরত উমর (রা.) এর যুগে সাহাবাগণ সব পদ্ধতি ছেড়ে শুধুমাত্র একটি পদ্ধতি বা ৬ তাকবীরে ঈদের নামায-এর উপর সবাই ইজমা-ঐক্যবদ্ধ মত পোষণ করেছেন। যা ইতিপূর্বে সহীহ সনদে উল্লেখ করেছি ।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, ঈদের তাকবীর (সংখ্যায়) প্রসিদ্ধ সাহাবাগণের মতভেদ ছিল। তাঁদের অনুসৃত মতাদর্শের যে কোনটিই আমল করা যায়। (১৩৭)

(১৩৫) মুয়াত্তা মুহাম্মাদ ; পৃ. ৮৯।
(১৩৬) আল ইসতিযকার -২/৩৯৫)
(১৩৭) ফাতহুল বারী, ইবনে রজব ৬/১৭৯।)

আহলে হাদীস মতবাদের মান্যবর আলেম মুবারকপুরী (রহ:) তার অন্যতম গ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযী'তে লিখেন, কোন পদ্ধতিটি উত্তম এ নিয়ে মতভেদ মাত্র। (১৩৮)

সবশেষে আহলে হাদীস ভাইদের অনুসরণীয়, অনুকরণীয় ইমাম শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার মতামত পেশ করেই এ বিষয়ের ইতি টানবো। তিনি বলেন, ঈদের নামাযের তাকবীর সংখ্যা প্রসঙ্গে একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে অপর কোন পদ্ধতিকে ভুল বলা অথবা এ ব্যাপারে বিরোধিতা করা একটি ভ্রষ্টতা। (১৩৯)

প্রিয় পাঠকগণ, এই হলো ঈদের নামাযের তাকবীর সম্পর্কে হাদীস ও ফিক্বহ্ বিশারদ ইমামগণের অবস্থান। আফসুস ! এ থেকে যদি আমাদের আহলে হাদীস ভাইয়েরা কিছু উপদেশ গ্রহণ করতো ! তাদেরই তো ইমাম মুবারকপুরী (রহ.) । তারাই তো দাবী করে ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এর অনুসারী হিসেবে।

তারা যদি ঐ ইমামদের অবস্থান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতো মুসলিম বিশ্বের, বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে কতোই না ভালো হতো ! উম্মত নাজাত পেতো তাদের কত ফিৎনা-ফাসাদ থেকে,অশ্লীল গালমন্দ ও অযথা বাড়াবাড়ি থেকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা আসলে কোন আলেমকেই মানে না, সাহাবায়ে কিরামকেও মানে না। মানে না কুরআন-হাদীসও, বরং যখন যা বললে লিখলে মুসলিম উম্মায় অরাজকতা সৃষ্টি হবে, ফিৎনা-ফাসাদ বৃদ্ধি পাবে, বাড়বে হানাহানি, তা-ই করে যাচ্ছে। অন্যথায় যুগ যুগ ধরে চলে আসা কিতাবপত্রে চূড়ান্ত মীমাংসিত একটি বিষয় নিয়ে এতো সব বই-পুস্তক আর লিফলেট-বিজ্ঞাপন বিলি করার কী অর্থ ?

(১৩৮) তুহফাতুল আহওয়াযী : ৩/৭১।
(১৩৯) মাজমূউ ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া ;২৪/৭১)

১২তাকবীরের পক্ষে ১৫২টি হাদীসের গুজব কাণ্ড

কোন ব্যক্তির লেখা বা বই নিয়ে আলোচনা করা আমি অর্থহীন মনে করি। তবে ইদানীং ১২তাকবীরের পক্ষে ১৫২টি হাদীস নামক একটি বই বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের নিকট ডাকযোগে পাঠনো হচ্ছে । সাথে একটি চিঠিও থাকে, এতে লেখা আছে দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরামের নিকট এ বই পাঠানো হয়েছে, কেউ কোন উত্তর দেয়নি। আসলে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যারা ভয় করে না এমন ব্যক্তিবর্গের পক্ষপাতদুষ্ট কথা ও লেখার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধন করা উলামায়ে কিরামের জন্য সমীচীনও নয়।

কিন্তু বর্তমানে আমদের সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকমহল এসব বিভ্রান্তিমূলক রচনা, বই পুস্তক ও কাগজ পত্রের কারণে বিব্রতবোধ করছে। তারা জানতে চায় এর বাস্তবতা। তাই সময়ের শত ব্যস্ততা এবং মনের অনাগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অতি সংক্ষেপে কিছু কথা লিখতে বাধ্য হলাম।

সমস্ত হাদীস বিশারদগণের ঐক্যমতে হাদীস গণনার একটি মূলনীতি হলো, হাদীসের সনদ এবং ভাষ্য যদি এক হয় ঐ হাদীসটি যত কিতাব আর যত স্থানেই উল্লেখ থাকুক না কেন একটি হাদীস হিসেবেই তা গণ্য হবে। এ নিয়মেই হাদীস গণনা করেছেন আরবের বিখ্যাত হাদীস বিশারদ উস্তাদ ফুয়াদ আব্দুল বাক্বী এবং আহলে হাদীস মতবাদের বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গবেষক আল্লামা নাছির উদ্দীন আলবানী। (১৪০)

(১৪০) দেখুন তাদের নাম্বার লাগানো সিহাহ সিত্তাহ ও অন্যান্য হাদীসের কিতাব সমূহ। বিশেষ করে আলবানীর সংকলিত ‘ইরওয়াউল গালীল’ নামাক কিতাবে ৩য় খণ্ডের ৩০৬ পৃষ্ঠায় ১২ তাকবীরের হাদীসে নাম্বার দেয়ার নিয়ম পদ্ধতি লক্ষণীয়)

কিন্তু অত্যন্ত হাস্যকর বিষয় হলো, ১২ তাকবীরের পক্ষে ১৫২ হাদীসের লেখক কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে, হাদীস সম্পর্কে ধারণা নেই এমন সরলমনা মুসলমানদেরকে ধোকা দেয়ার পথ অবলম্বন করেছেন। তিনি তার উক্ত বইয়ে একেকটি হাদীসকে ২৫/৩০ বার উল্লেখ করেছেন, হিসাব করেছেন প্রত্যেকবার নতুন নতুন নাম্বার লাগিয়ে। একেকটি হাদীস যত কিতাবে দেখেছেন নাম্বার লাগিয়েছেন ততোটি।

যোগ অংকে তিনি অনেক পাকা, তাই আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি মাত্র হাদীসকে তিনি তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন সাতাশ বার, (১৪১) এভাবে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি মাত্র হাদীস ২৩ বার। (১৪২)

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস ২২ বার, (১৪৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ’স (রা.) এর একটি হাদীস ২০ বার, (১৪৪) আমর ইবনে আউফ (রা.) এর একটি হাদীস ১৪ বার, (১৪৫) এবং ইবনে উমার (রা.) এর একটি হাদীস হিসাব করেছেন ৭ বার, (১৪৬)

(১৪১) দেখুন উল্লেখিত বইয়ের হাদীস নং-
১,২,৬,১৩,১৮,১৯,২০,২১,২৯,৩০,৩৪,৩৬,৪৮,৬৪,৬৫,৬৬,৬৭,৭৭,৯৩,৯৪,৯৫,১২৫,১২৮,১৩১,১৪২,১৪৩,১৪৪ তম।

(১৪২) ৯,১৪,১৫,৩২,৪৫,৪৭,৪৯,৫৪,৭০,৭১,৭৮,৭৯,৮৩,৮৪,৮৫,৯৮,১০৭, ১১৯,১২০,১২২,১২৯,১৪৯,১৫২, তম।

(১৪৩)২৮,৩৫,৫০,৫৫,৫৭,৫৯,৭৩,৭৪,৮২,৮৮,৯৯,১০০,১০১,১০৪,১০৫,১১৫,১১৬,১১৭,১১৮,১৩২,১৩৪,১৫০, তম।

(১৪৪)৩,৪,৮,১১,২৩,২৪,২৫,৩৩,৩৯,৬০,৬৩,৮০,৯০,৯১,১০৬,১২৩,১২৬,১২৭,১৩৯,১৪০, তম। = = =

এভাবে হাইব্রিড হিসাবের নিয়মে হিসাব কষে পৌঁছেছেন তিনি ১৫২ তম সংখ্যায়। ইচ্ছে করলে তিনি যতো দিন কাগজ আছে ও কলমে কালি আছে ততোদিন পর্যন্ত হাদীসের সংখ্যা এভাবে বাড়িয়ে যেতে পারতেন।

আল্লাহর মেহেরবানী ! তিনি যদি না থামতেন তা হলে হয়তো কাগজ কলমের মূল্য আরো রেড়ে চলতো। তিনি 'তাকবীরাতুল ঈদাইন' নামে একটি বই 'ডিসেম্বর১৯৯৭ ইং সনে প্রকাশ করেছেন । এতে ১২ তাকবীরের হাদীস উল্লেখ করেছেন ২৬টি। আর তিনিই ২০০৩ ইংরেজীতে উপরোল্লেখিত বইয়ে হাদীসের সংখ্যা পৌঁছালেন ১৫২ টি পর্যন্ত। না জানি পরবর্তী বইয়ে ঐ সংখ্যা কোথায় পর্যন্ত পৌঁছায় ?...

গল্প শুনেছিলাম ছোট বেলায়। শিয়াল তার ১২টি বাচ্চা হিংস্র বাঘের নিকট দিয়েছিল লালন পালনের জন্য, বাঘ প্রতিদিন সকালে একটি একটি বাচ্চা নাস্তা খায়। ১১ দিন পর শিয়াল তার বাচ্চার খোঁজ খবর নিতে যায়। বাঘ গর্তের গভীর থেকে একটা বাচ্চা বের করে শিয়ালকে দেখালো। ঐ বাচ্চাটিকে সাথে সাথে গর্তে নিয়ে চলে, এবং পুনরায় নিয়ে এসে শিয়ালকে ২য় বার দেখালো । এভাবে একটি বাচ্চাকে বার বার গর্তে নিয়ে এবং পুনরায় এনে এনে ১২ বার পেশ করে আর বলে এই হলো তোমার ১২টি বাচ্চা। আমার আহলে হাদীস ভাইও এেকেকটি হাদীসকে ২৫/৩০ বার হিসাব করেই ১৫২ পর্যন্ত পৌঁছেছেন। বাস্তবে ১২ তাকবীরের পক্ষে হাদীস আছে মাত্র কয়েকটি। সবকটি হাদীস আমরা এ প্রবন্ধে উল্লেখ করে সবগুলোর বাস্তব অবস্থা আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করেছি।

= = =

(১৪৫) ৫,১২,১৬,১৭,২৬,৩৬,৩৮,৪৬,৬১,৬১,৭৬,৯২,১৩৫ ও ১৪১ তম।

(১৪৬) ৭,২৭,৩১,৬৮,৭২,১১২ ও ৩৬ তম।

বলতে গেলে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত ১২তাকবীরের পক্ষে আমল করার মতো কোন একটি হাদীসও নেই । সবগুলোই মিথ্যুক, পরিত্যাগযোগ্য ও আপত্তিকর বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে বর্ণিত। আর সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত "আসার" বা উক্তি ও আমলগুলো থেকে দু'একটি বর্ণনা ব্যতীত অন্যান্যগুলোর অবস্থা আরো মারাত্নক দুর্বল। তাই ১২ তাকবীরের কোন বর্ণনা ৬ তাকবীরের বর্ণনার বিপরীতে আমলযোগ্য নয়।

১২তাকবীরের পক্ষে ১৫২টি হাদীস, নামক গ্রন্থের লেখক উক্ত বইয়ে হাদীসের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য অসংখ্য কারচুপি ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। এর মাত্র আংশিক কিছু উপরে তুলে ধরা হলো। এছাড়া আরো কয়েকটি সূক্ষ্ম বিষয় নিম্নে উপস্থাপনের প্রয়াস পাব।

একই হাদীসকে তিনি একবার সাহাবীর নামে, এবং অন্যত্র সাহাবীর থেকে বর্ণনাকারীর নামে হিসাব করেছেন। যেমন একটি হাদীস আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন তাবেয়ী নাফে' (রহ.)। লেখক ঐ হাদীসটি ৮৫ নং ও আরো কয়েকস্থানে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ৭০,৭১, নাম্বার ইত্যাদি স্থানে ঐ হাদীসটিকেই তিনি তাবেয়ী নাফে' (রহ.) হতে বর্ণিত বলে ভিন্ন ভিন্ন হাদীস হিসাবে গণনা করেন। যা একমাত্র হাদীসের সংখ্যা বৃদ্ধির নামে খেয়ানত ও চতুরতার অন্তর্ভুক্ত।

লেখক ১২ তাকবীরের হাদীসগুলোকে প্রথমে হাদীসের মূলগ্রন্থ থেকে উল্লেখ করত;হিসাব লাগিয়েছেন। অন্যত্র আবার বিভিন্ন ধর্মীয় বইপুস্তক, হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা ফিকহের কিতাব থেকে ঐ হাদীসগুলো পুনরায় উল্লেখ করে গণনা করেছেন। যেমন আবু হুরায়রা (রা.) থেকে

বর্ণিত ১২ তাকবীরের হাদীসটি তিনি তার কিতাবে বায়হাকী ও মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থের উদ্ধৃতিতে প্রায় ২০ বারেরও বেশী হিসাব করেছেন, ঐ হাদীসটিকে তিনি 'ফিকহুস-সুনান ওয়াল আসার' এর উদ্ধৃতিতে ১৫২ নং হাদীস হিসেবে গণনা করেছেন। অথচ ঐ কিতাব বা যে কোন কিতাবে হাদীসটি বার বার উল্লেখ হলেও তা নতুন বা ভিন্ন হাদীসে পরিণত হয় না।

বলাবাহুল্য, লেখকের অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তিনি যদি আপনার ডায়েরী বা নোটবইয়ে অথবা খবরের কাগজে কোন হাদীস পায় তাহলে ঐ হাদীসটিকেও আপনার ডায়েরী বা নোটবই বা খবরের কাগজের উদ্ধৃতিতে গণনা করে ১৫২ হাদীসের সঙ্গে তার বইয়ে যোগ করে দিবেন।

শেষ কথা, ইসলামের এক যুগে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও বিব্রত করার জন্য হাদীস জাল করা হতো, আর ১২ তাকবীরের পক্ষে ১৫২ হাদীসের লেখক হাদীসের সংখ্যা বৃদ্ধিকরার জন্য নানান জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে। মূলত এ ধরনের সব কর্মকাণ্ডই গর্হিত ও বিভ্রান্তিকর। এ ছাড়া গুণ ও যোগ্যতা ছাড়া ইসলামে সংখ্যার কোন মূল্য নেই। ১২ তাকবীরের পক্ষে বর্ণিত যাবতীয় হাদীসের মিথ্যুক, পরিত্যক্ত ও দুর্বল বর্ণনাকারী এবং চরম আপত্তিকর অবস্থা আমরা এ প্রবন্ধেই আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করেছি। উভয় পক্ষের হাদীসগুলোকে তুলনা করার অনুরোধ রেখে এ পর্বের সমাপ্তি টানছি।

সমাপ্ত

আপনার সংগ্রহে রাখার মত লেখকের কয়েকটি মূল্যবান বই 📖📖📖

☞... মায্হাব মানি কেন

এতে রয়েছে-

- ✓মায্হাবের তাৎপর্য ও গুরুত্ব,
- ✓এতো দল, এতো মায্হাবের রহস্য কি ?
- ✓মায্হাব মানা ওয়াজিব কেন ?
- ✓আমরা কেন হানাফী ?
- ✓বিশ্বের যারা মায্হাব মানে, আর যারা মানে না,
- ✓লা-মায্হাবীদের মায্হাব কি ?
- ✓পবিত্র মক্কা-মদীনার ইমামগণের মায্হাব ...

ইত্যাদি জানা-অজানা অনেক বিষয়ের তত্ত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল সমাধানের এক অনন্য সম্ভার।

☞... তথাকথিত আহলে হাদীসের আসল রূপ

এতে পাবেন-

- ✓পাক-ভারতে লা-মায্হাবীদের উৎপত্তির মূল রহস্য,
- ✓এ দেশে তাদের প্রথম প্রবক্তা,
- ✓এ দেশের লা-মায্হাবী ও বিশ্বের অন্যান্য লা-মায্হাবীদের মধ্যে যোগসূত্র,
- ✓লা-মায্হাবীদের বিচিত্র নাম ও এর রহস্য,
- ✓মুসলমানদের বিরুদ্ধে লা-মায্হাবীদের আক্রমনের স্বরূপ,
- ✓মায্হাব ও মায্হাবপন্থীদের প্রতি এদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া,
- ✓ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও হানাফীদের প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব,
- ✓উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন,
- ✓তাবলীগ জামাআ'তের প্রতি তাদের বিদ্রূপ এবং বাংলাদেশের উলামায়ে কিরামের বিরুদ্ধে তাদের অশুভ চক্রান্ত,..... ইত্যাদি বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্যবহুল গবেষণামূলক বিশদ পর্যালোচনা।

☞...তারাবীর নামায ২০ রাকাআত কেন

যা আছে এই সিরিজে -

- ✓সহীহ্ হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারাবীর নামাযের পদ্ধতি।
- ✓সহীহ্ হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণের তারাবীর নামাযের পদ্ধতি।
- ✓মুজতাহিদ ইমামগণ ও সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তারাবীর ইতিহাস।
- ✓পবিত্র মক্কা-মদীনায় তারাবীর নামাযের হাজার বছরের ইতিহাস।
- ✓আরব বিশ্বের মান্যবর ইমামগণের মতামত ও মুসলিম বিশ্বের প্রতি তাঁদের উদাত্ত আহবান।
- ✓আমার দেখা মক্কা-মদীনা।
- ✓আট রাকাআত তারাবীর অপ্রাসঙ্গিক, মনগড়া, অতিদুর্বল ও মিথ্যুক বর্ণনাকারীর হাদীস ছড়ানো ও জালিয়াতী কর্মকাণ্ডের মূল রহস্য।

☞...ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক ও সামাজিক সংঘাতের কারণ ও সমাধান। ❀

আরব বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নির্দেশিকা সমূহের অনুকরণে আরবী প্রচলিত হস্তলিপি সুন্দর করার একটি সৃজনশীল ও অনন্য পাথেয়। সাথে রয়েছে প্রচলিত বাংলা লেখার আকর্ষণীয় উপকরণ।

☞ المدخل إلى إعداد البحث ...
আরবী প্রবন্ধ লেখার মূলনীতি

যা আছে এ আয়োজনে –

✓জাদীদ আরবী রচনা/গবেষণামূলক প্রবন্ধ (thesis) বলতে কি বুঝায় ?
✓আরবী প্রবন্ধ (thesis) লেখার মূলনীতি, বৈশিষ্ট, শরায়েত, লেখকের গুণাবলী ও ধারাবাহিক কয়েকটি অনুশীলনের পদ্ধতি ।
✓টীকা লেখার আধুনিক প্রয়োগনীতির বিশ্লেষণ।

✓আধুনিক আরবী লেখায় যে সব শব্দ লেখা হয় না, আর যা অতিরিক্ত লেখা হয়।
✓আরবী ইমলার আদাব ও সৃজনশীন কয়েকটি নীতিমালা।
✓আরবী লেখায় দাঁড়ি, কমা, কোলন, সেমিকোলন, ড্যাশ, বন্ধনী (: . , “ ” - - ? !) ইত্যাদি ব্যবহারের আকর্ষণীয় পর্যালোচনা।

☞...আল-কুরআনের আলোকে দূর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা।

অবিলম্বে প্রকাশিতব্য
কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে

☞... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায

কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হানাফী মায্হাব অনুযায়ী নামাযের পদ্ধতির উপর সাম্প্রতিককালে বাজারজাতকৃত বিভ্রান্তিকর ও বিতর্কিত সমস্ত বই-পুস্তকের দাঁতভাঙ্গা জবাব হিসেবে,পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে অপূর্ব তত্ত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল এক অনন্য গবেষণামূলক রচনা।